

ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଭଜନସାର ।

ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ଯୋଗୀ—

ବାବା ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ

କର୍ତ୍ତୃକ

ଶ୍ରୀତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ।

ସନ ୧୯୭୫ ସାଲ ।

প্রিন্টার—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দে
সরস্বতী প্রেস ।
বড়বাজার, মেদিনীপুর ।

বিজ্ঞাপন।

আমি সর্ভিহা মোকামে অবস্থিতি কালীনে অবধূত ধর্মাবলম্বী (লক্ষ্মী নারায়ণ) নামক জনৈক ভক্তের নিকট হইতে অবধূত ধর্মের সারাংশ অবগত হইয়া শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ আদির সহিত ঐক্য করতঃ অবধূত ধর্মাবলম্বীগণ যে একেশ্বরবাদী তাহা বিশেষরূপে জানিয়া অবধূত ধর্মের কার্য্য প্রণালী পুরাকালের আৰ্য্য ধর্ম শাস্ত্রানুসারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবোধিত করিলাম। মহোদয়গণ পুস্তক পাঠে সুখী হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকে ব্রহ্ম নিকূপণ ও অবধূত ধর্মের কর্ম মার্গ যাহা প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কার্য্য তাহার বিবরণ ও অগ্নি দেব দেবী পূজা বিধি নিষিদ্ধ দেব নিষাণ্য গ্রহণ নিষেধ, স্নান বিধি উদয় অস্ত দর্শন ও ভীম কৃত সপ্তর্গ নিগূর্ণ ভজন আদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতি

২১শে ফাল্গুন সন ১৩৩৪ সাল। শকাব্দা ১৮৪৮।

ইং সন ১৯২৬ সাল।

নিবেদক—

প্রস্থকার।

উপদেশ

ধর্ম জীবনে, প্রকৃত ধর্ম জীবনে ভারতের প্রকৃত সনাতন ধর্ম জীবনে, অধুনা ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত, একথা হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই হৃৎকের জীবন সহিত স্বীকার করিবেন। বিপ্লব ঝটিকা ভারতের রমণীয় ধর্ম কুসুম কানন ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। স্নানস্থি প্রফুল্ল ফুলগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া পথের ধূলি ঝাশিতে বিলুপ্তিত করিয়াছে, তরুগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিগ্দিগান্তে ফেলিয়া দিয়াছে। মনোহর কাননকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সময় পাইয়া কণ্টক বৃক্ষ ও আবর্জনার পবিত্র ও উজ্জ্বল ভারত এখন অতি জঘন্য ও মলিন হইয়াছে।

তেজ পুঞ্জ ঋষ ও মহামায়া পিতামহগণ ভারত রক্ষণালা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাদের বেদ, পুরাণ স্মৃতি আদি পড়িয়া রহিয়াছে। সামান্য বিদ্যা, ধন দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমাদিগকে পবিত্র সনাতন ধর্ম ছাড়িয়া বসিতে হইয়াছে, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহার সদ্যবহারে অসমর্থ হইয়া তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব সকল উপেক্ষা করিয়া দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে, আর্ষাদিগের পবিত্র কার্যভূমি নিতান্ত নিন্দিত করিয়া ফেলিতেছে এতদর্শনে সাধারণ গম্ভীর বিতর্জন বনে পলায়ন করিলেন, হৃদয়দর্শীগণ নীরব হইলেন, প্রবীণগণ একে একে অবসর লইলেন, শাস্ত্র মহিমা, মন্ত্র মহিমা আর দেখিতে

পাওয়া যায় না, অসমর্থ অপর্যাবহারে, কণটাচাঁরে সমস্তই
 নির্মিত হইয়া উঠিল। ভারত ভূমি শূন্য ও মলিন হইতে লাগিল
 রক্তশালায় দীপমালা নির্বাণ হইল; ঘোর অন্ধকারে ভারত
 আচ্ছন্ন হইল। ভারতে যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ সমাজ ধর্ম
 পথের নেতা ছিলেন এক্ষণে ঘোর বিপদ সময়ে তাঁহারা কোথায়
 লুপ্তায়িত হইলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ সেই পবিত্র পদবী
 পরিত্যাগ পূর্বক এখন কোন দিকে পলায়ন করিতেছেন।
 হায়! সিংহের শিশু শৃগালের বেশ কেন হইল। অভ্যস্তর
 হঠতে জীবন্ত ফণী চলিয়া গিয়াছে কেবল ফণীর অল্পকৃতি জীর্ণ
 থক পড়িয়া আছে।

আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম কুল মারোগণের
 কাছে ভিন্ন বেদ ধর্মি শ্রুত হইল না। ভারতীয় গগণ আর
 বজ্র ধূমে পবিত্র হয় না। গৃহাদি আর দেব পুজা ও হোমের
 সৌগন্ধে আমোদিত হয় না। অর্থের চাকসা বিষয়ে মত্ততা
 ও ধর্ম-ঐকান্ত্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধ্যাপক আর পুত্রকে
 সংস্কৃত শিক্ষা দিতে চান না, সম্ভ্রানগণ আর সন্ধ্যা বন্দনাদি
 করিতে ইচ্ছুক নহে। যাঁহারা পবিত্রতায় জনস্ত মূর্তি ও ভূদেব
 বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হায়! তাঁহারা স্নেহাচারে আচ্ছন্ন
 হইলেন। ব্রহ্মচর্য্য গিয়াছে ব্রাহ্মণ বাইতে বসিয়াছে, কি ঘোর
 বিপদ! আর্য্য জাতির পবিত্রালোক ক্রমে অস্তহিত হইতেছে
 ভীষণ নারক অন্ধকার মুখ বাদন করিয়া আসিতেছে আর
 কিছুদিন পরে যেন সকলই আশা ভরসা সমস্ত ফুটাইবে আর্য্য-
 দিগের পবিত্র নাম বুঝি বিলুপ্ত হইবে। মহা ভারত ভূমি

সেচ্ছারে অধঃপতিত হইতে দেখিয়া বিশ্বপতি বিশ্বকর্তা বিশ্বের
ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত অকস্মাৎ এই জম্বুদ্বীপে গুরুরূপে অবতীর্ণ
হইলেন ও স্বধর্ম রক্ষা করিলেন ।

যেমন হিরণ্যকে নাশ ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য
হঠাৎ অবতরণ করিয়া ছিলেন তদনুরূপ অবধূত গুরু উদয়া
হইয়া ধর্ম রক্ষা করিলেন যথা—

নরসিংহস্ত যত্র কালে হিরণ্যস্ত নিপাতিত ।

বিশ্বরূপ মহারশ্মি উৎপাত ভুবন ত্রয় ॥

অবধূত সমাজের বত্রিশ আত্মা নিয়মাবলী ।

আদি ধর্ম পুরাণ হইতে বাঙ্গলা ভাষাতে প্রকাশিত করা হইল ।

১। অনাদি ব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপাসনা সর্ব ধর্ম শাস্ত্রের
সারার্থ ।

২। দাসত্বরূপে সদগুরুর সেবা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর ।

৩। অমূল্য দ্বারা অধর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সত্য ধর্মতে
প্রবৃত্ত হও ।

৪। অনিমাди অষ্টযোগ সাধন করিয়া জীবাত্মাকে মুক্ত
কর ।

৫। নিজ শক্তি দ্বারা তপ আচরণ করি সাত্ত্বিক কর্ম
ঈশ্বর দত্ত গ্রহণ কর ।

৬। পবিত্র আত্মাকে সংস্র দল অন্তর্গত জ্যোতির্ময় ব্রহ্মকে
ধ্যান কর ।

৭। পরমাত্মাকে ভক্তি পূর্বক সেবা কর।

৮। ত্রিকালরূপি নাম যন্ত্র জপ করিয়া শরীর মন আত্মাকে স্মৃতি কর।

৯। বিষয়, আহার, নিদ্রা, মৈথুন আদি ধৰ্ম্য হইবার সাধন কর।

১০। পরম শাস্ত্র অধ্যাস এবং প্রচার দ্বারা আত্মার তৃপ্ত কর।

১১। ঈশ্বরের গুণকীর্তি জানিয়া নিজে কীর্তন করিয়া লেহে হানাত।

১২। মিথ্যা সাক্ষী দিবে না যাহা সাক্ষাৎ সত্য তাহাই বলিবে।

১৩। ধৈর্য্য দ্বারা শাস্তিশীল তাতে নিপুণ রহিবে।

১৪। যথোচিত সাধ্যানুসারে জীবের প্রতি দয়া করিবে।

১৫। বিধান পূর্বক দোষীগণের দোষ ক্ষমা করিবে।

১৬। নিষ্কপট হৃদয় দ্বারা নিজাম অহিংসা হস্ত পালন করিবে।

১৭। নিজ মত রক্ষা করিয়া লোকের উপকার করিবে।

১৮। ভাব প্রীতি সহিত সমস্ত লোককে সম্মান দেখি সমদর্শী হইবে।

১৯। নিজের উন্নতি জন্য লোভে পড়িয়া পর দ্রব্য চুরি করিব না।

২০। বিনা উপকার না জানিয়া কুসঙ্গ ও মাদক দ্রব্য ভ্যাগ করিবে।

২১। জাতি গোত্র, অংকার, গর্ভ জাদি মনে হইতে
পরিভ্রাণ করিবে।

২২। পক্ষিণ ভাবে লোকাচারে না পড়িয়া উদাস এবং
নিরাশায় রহিব।

২৩। পুত্রভাবে থাকিয়া সমস্ত লোকের সহিত পিতা মাতা
জ্ঞানে মীয়া হেঁদন কর।

২৪। যথা শক্তি একেশ্বরবাদী সাধু অতিথিগণের সেবা
কর।

২৫। নিজের প্রশংসা ও সাধু জনের নিন্দা বা উপহাস
করিতে না।

২৬। পুণ্য পথ আশ্রয় করিয়া পাপকে ত্যাগ ও ঘৃণা কর।

২৭। নির্বিকার দ্বারা বিকাধ ও বিকৃতি ত্যাগ কর।

২৮। পক্ষ্যকান শরীর ও সমস্ত হাড় প্রতিমার আশ্রয়
না করিয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা মহৎ আত্মাকে আশ্রয় কর।

২৯। পক্ষ্য কণ্ঠে দ্রিয় নিবৃত্ত সাধন করিয়া পক্ষ্য জ্ঞানেতি
দ্বারা সমস্ত শাস্ত্র, সাধু বাক্য, গ্রহণ কর।

৩০। ভয়ের সহিত ধর্মান্নাকে সাক্ষী মানিয়া আত্মা দেখ
করিও না।

৩১। সর্বদা আলস্য ত্যাগ করিয়া এতদ্ব্য সঙ্গীতায় ইচ্ছা
কর।

৩২। শ্রদ্ধা সহিত সমস্ত লোকের হিতের কারণ ধর্ম
প্রচার কর।

ব্রহ্ম নিরূপণ ভজনসার

অলেখ শরণং নিত্যং সর্বকালে পদাশ্রুজে ।
তৎপদং বন্দ্যতে নিত্যং ভববন্ধং প্রমুচ্যতে ॥

অলেখ ব্রহ্ম জ্ঞানঞ্চ গয়নং মর্ত্যভবনং স্বর্গ মর্ত্যপাতালং তরলং
নিরাময়ং স্বর্গমকর্ষকং ছেদনং সঙ্গতং জগতঃ ব্রহ্ম সত্যং মত্তকো স্তব-
কঃ কেশো বকঃ প্রহরণশচ নমো নমঃ ॥—১০

রচনা সয়নশ্চ ব্রহ্ম মৃত্তিকা পাট্রৈশ্চ ভোজনং শূন্য পথং জগতঃ
জকলশ্চ তারণং ততঃ সত্যধর্ম প্রকাশিতং সর্ব কর্ম পরিত্যক্তং
আজ্ঞা উদয়াস্ত দর্শনং নিত্যং নিত্যং মহামহিম প্রকাশিতং স্বামী
পাদে নমো নমঃ ॥—১১

অলেখং ব্রহ্ম শূন্যঞ্চ অব্যক্তং সর্ব ব্যাপকং ।
কুটস্থং নিশ্চলং ধ্রুবং তদ বৈজামি নমাম্যহং ॥

কলৌ নাস্তেব নাস্তেব সত্যং সত্যং স্বঃ উচ্যতে ।
 ব্রহ্ম দীক্ষা বিনা দেবী কৈবল্যায় স্তথায় চ ॥
 প্রকৃতিয়া ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী ।
 পুরুষাশ্চাপ্য ভৌতুতৌ লীয়তে পরমাত্মনি ॥

বিষ্ণুপুরাণ—৬।৪।৩

ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপা প্রকৃতি এবং পুরুষ (যাহা আমি কর্তৃক
 আখ্যাত হইয়াছে) উভয়েই পরমাত্মাতে বিলীন হন । প্রকৃতি ও
 পুরুষ ব্রহ্মে বিলীন হয় বলিয়া ব্রহ্মের একটি নাম নারায়ণ । নরের
 অয়ন (আশ্রয়) নারায়ণ, নার অর্থে কারনার্যব (ব্যক্ত প্রকৃতি)
 এবং নার অর্থে নরের (পুরুষ) সমূহের অয়ন অর্থে স্থান ।
 প্রলয়ে ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই নিধান । প্রলয়ে এক
 ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই থাকেনা ।

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

‘সদৈব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ একমেবা দ্বিতীয়ম্’ হে সৌম্য
 আদিত্যে এ সমস্ত জগত সংরূপ এক ব্রহ্ম ছিলেন । এক ব্রহ্ম
 ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কোন থাকেনা ।

অন্য শ্রুতি বলিতেছেন—

অত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ ।

ঐতব উপনিষদ :—২।১

অথ্রে এ সমস্ত জগতের জীব এক পরমায়া রূপ ব্রহ্ম ছিলেন
অ র কেহ থাকে নাই; পরে প্রাণের অবস্থানে ব্রহ্মের সৃষ্টির
ইচ্ছা হয়। তখন

স ঈক্ষত একোহহং বহুশ্চাম প্রজায়েয়।

তিনি দেখিলেন আমি এক ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছি
এক্ষণে বহু হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিব। তখন তাহাতে যে তিরো-
হিত বিশ্ব জগৎ ছিল তাহা আবার আবির্ভূত হইল। তিনি সৃষ্টি
করিতে আরম্ভ করিলেন।

সতপঃ তপ্তা ইমং সর্বান্ অশ্রুজত যদিদং কিঞ্চ।

তৈত্তিরি।—২।৬

তিনি (ব্রহ্ম) তপস্বী করিয়া এই সমস্ত জীব জগৎ সৃষ্টি
করিলেন। তৎপরে এই সমস্ত জগৎ বাহ্য কিছু সৃষ্টি করিয়া,
ব্রহ্ম কি করিলেন।

৫২ সৃষ্টা তদেব অনুপ্রাविशत्।

ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে পরমাত্মরূপে পশ্চাৎ
প্রবেশ করিলেন। এই অল্প প্রবেশ তত্ত্ব আমাদের আলোচনার
বিষয় কারণ তার গীর্ষ বহুদেব ইহা এক প্রধান অংশ।

সোহমন্তত এতাসাং প্রতি বোধনায় অভ্যস্তরং বিশিষ্টানি

সবায়ুরিব আত্মানাং কৃতাভ্যস্তরং প্রাশিৎ—

মৈত্রী—২১৬

তিনি মনে ভাবিগেন ইহাদের জ্ঞান ক্রমাবার জন্য অভ্যস্তরে
প্রবেশ করিব তজ্জন্ত তিনি নিজে বায়ুর স্থায় পরমাত্মা রূপে
অভ্যস্তরে প্রবেশ করিলেন।

এইভাবে লক্ষ্য করিয়া গীতার ভগবান বলিতেছেন—

যয়া তত মিদং সর্বং জগদব্যক্ত সৃষ্টিনা ।

বৎস্থানি সর্ব ভূতানি ন চাহং তে স্ববস্থিতঃ ॥

গীতা ৯।৪ শ্লোক

আমি অব্যক্তরূপী অর্থাৎ অতি প্রিয় মূর্তি স্বরূপ এই সমস্ত
জগৎ স্রষ্টা আছি। চরাচর ভূত সমূহ আমাতে অবস্থিত,
ক্ষণাধিক মূর্তিকার রূপে অবস্থিত থাকে আমি সেইরূপ অবস্থিত
নহিন। চৈতন্য স্বরূপ জগৎ যে আমার পরিণাম স্বীকার করে তাহা
নয়। আমার শক্তি প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আমার
শক্তিই তাহাতে কার্য করেন, আমি পূর্ব চৈতন্য রূপে লব্ধ স্বরূপ
একটা পৃথক ভব।

গীতা ৪ শ্লোক ২ অধ্যায়

সেই জন্ত বিশ্বের মাঝে কোন কিছু জড়পদার্থ নাই, সমস্তই
তঁাহার জীবনে উজ্জীবিত, তঁাহার প্রাণে, ভ্রূপ্রাণাত, তঁাহার

ভাতিতে ছাতিময়, তাঁহা ভাতিতে চিম্নয় । বিশ্বের প্রত্যেক অঙ্গ
পরমাত্মতে তিনি অরুহ্যত । স্বাবর জগৎ চরাচর এ জগতে এমন
কিছুই নাই যাহার মধ্যে তিনি অঙ্গ প্রবিষ্ট নাই ।

নতদন্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়াভূতম চরাচরম্ ।

গীতা ।—১০।৩৯

সেত্বে চরাচর মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর
অর্ন্তস্থ থাকে না; বরঞ্চ জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন
অগৎ তাঁহাকে আবরণ করিয়া রহিল । তিনি যেন জগতের মধ্যে
নকাইয়া রহিলেন ।

দেবাত্ম শক্তিঃ স্বগুণৈর্গিগৃঢ়াম্ ।

শেতান্তর উপনিষদ ।

মহাশক্তি স্বগুণে নিগুঢ় হইয়া গেল—

স এব ইহং প্রবিষ্টঃ অনথা প্রেত্যো যথাকুর ক্ষুর
ধারে । অবস্থিতঃ স্যাৎ বিশ্বস্তারা বা বিশ্বস্তর
কুলায় তং ন পশ্যন্তি ।

বৃহদারণ্য উপনিষদ ।

তিনি জগৎ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । নথায় পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রবিষ্ট
হইলেন ক্ষুর যেমন ক্ষুর ধারে প্রবিষ্ট হয়, অগ্নি যেমন অরণির

মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইল। তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি যেন জগতের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। সলিলের মধ্যে যেমন লবণ খণ্ড গলিয়া হারাইয়া যায়। চিনি জলে যেমন গলিয়া মিশিয়া যায়, সেইরূপই এক জগতে হারাইয়া গেলেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়া গেলেন না। এবং তাঁহার বিষয় লিখিবার ও কোন কিছু বাক্য না সে কারণ ব্রহ্মের নাম অলেখ।

যস্তুর্গনাভ ইহতস্তুভিঃ প্রধানভৈঃ
স্বভাবতো দেব এক স্বগায়নোং

ঊর্ধ্ব লাভ (মাকডসা) যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, তিনি সেইরূপ প্রাকৃতিক জগৎ জালে নিজে আবৃত রহিলেন। তিনি জগতেব অন্তরেও আছেন, আবার জগতের বাহিরেও আছেন।

বহিরন্তনচ ভূতানাম

সেই তদ্ব ভূত সমূহের অন্তরেও বাহিরে বর্তমান।
সেই জন্য স্বাক্ষবেদের অধিগণ বহু পুংস ব লয়ছিলেন।

পুরুষঃ এবদং সর্বং বদ ভূতং বচ ভবা।

অং। অতীতে যাহা কিছু ছিল ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে, এবং বর্তমানে যাহা কিছু আছে, এ সমস্তই সেই পরম পুরুষ (ব্রহ্ম)

ত্রয়ো বেদং সর্বম্ ।

নৃসিং তপনী ।

এই সমস্তই ব্রহ্ম বেদের স্বরূপ ।

ত্রয়ো বেদং সর্বম্ এ সমস্ত তিনিই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব । তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কিছুই নাই ইহাই হিব হইল, তবে এই যে, বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ প্রতিক্রম আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হইতেছে, ইহাব গতি কি হইবে ? আমরা দেখিতেছি জগৎ রহিয়াছে । কি করিয়া আমরা বলি যে জগৎ নাই, এক ব্রহ্ম বস্তু রহিয়াছে ? এবং যদি একথা বলিতে না পারি তবে ভুতবাদ কিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে ?

অদ্বৈত বেদান্ত এ প্রশ্নের সহজে সমাধান করিয়াছেন । অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, শুষ্কিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, মরীচিতে (দূর্য্য কিরণে) যেমন মরীচিকা ভ্রম, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে ইহা ভ্রম মাত্র । জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না । ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলেও বস্তু যেমন রজ্জুই থাকে সেরূপ ভ্রম হয় না । যেমন শুষ্কিতে রজত ভ্রম হইলেও শুষ্কি শুষ্কই থাকে রজতে পরিণত হয় না, যেমন দূর্য্য কিরণে জগৎ ভ্রম হয়ও মরীচি মরীচিই থাকে মরীচিকায় পরিণত হয় না । সেইরূপ এই বিভিন্ন বস্তুতে এক যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের আধা ব্রহ্ম ব্রহ্ম রূপেই থাকেন, জগৎ রূপে পরিণত হয় না । আরহ নাম দিব্যকর্ত্তব্য ।—

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকরে বিকল্লিত ।

সর্প ধারাদিভিভাবে'স্তদ বদাত্মা বিকল্লিতা ॥

মাণ্ডুকা পারিকা

যেমন অন্ধকরে অস্পষ্ট দৃষ্ট রজ্জু সর্পরূপে ভ্রম-কল্লিত হয়,
সেইরূপ অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মায় এই প্রপঞ্চ ভ্রম কল্লিত
হইয়াছে ।

যোগ বাশিষ্ট উৎপাতি প্রকরণ ।

৪৪ সর্গ—৩০।৩১

তন্মাদ্ভাস্তি ময়াভাসে মিথ্যাত্ব মহমাত্মনি ।

মৃগতৃষ্ণা জলচয়ে কৈবস্থা সর্প ভাস্মনি ॥ ৩০

ভ্রান্তয়শ্চ যত্রানাস্তি সদেব পরমংপদম ।

স্বনে তমসি যক্ষা ভাস্তম এবন যক্ষকঃ ॥ ৩১

অর্থ। অতএব “তুমি আমি” এইপ্রকার বিভাগহীনা ভ্রান্তিময়
আভাস মাত্র মৃগতৃষ্ণা জলের ন্যায় দক্ষপট ভ্রমের প্রায় এই
প্রপঞ্চ আধার অবস্থা কি ! যাহাতে কোন প্রকার ভ্রান্তি নাই
তাহাই পরমপদ গাড় অন্ধকরে বালকদিগের যক্ষ ভ্রান্তি থাকে,
বাস্তবিক তাহা যক্ষ নহে ; অন্ধকারই ।

যক্ষস্থানে যেমন মৃগ তৃষ্ণাতুরের জল ভ্রম, সেইরূপ পরম ব্রহ্মে
এই সৃষ্টি ভ্রম । ইহা ভ্রান্তি মাত্র অতএব সৃষ্টি যখন অদিক,

ভাঙা-বাঁধ তখন যে আবারে এই জগৎ ভ্রমের অধ্যাস, সেই
আধারের জ্ঞান চলেই, জগৎকে ভ্রমও দূরীভূত হয়। তখন
আমরা বুঝিতে পারি যে, যেমন সর্প, রজ্জু, মরীচিকা ইত্যাদি
কল্পনা মাত্র, রজ্জু, শক্তি, মরীচাই সত্য পদার্থ ; সেইরূপ
কল্পিত জগৎকে আধার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞান যখনই
জ্ঞানের আয়ত্ত হয় তখনই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম তিরোহিত হইয়া যায়
তখন একাকার ব্রহ্ম হিন্ন আর কোন কিছুই প্রতীতি থাকেনা।

সেই জগৎ গোড় পাদাচার্য্য মাণ্ডুক । কাবিকায় বলিয়াছেন—

নিশ্চিন্তায়াং যথা রজ্জুং বিকল্পো বিনিবৰ্ত্ততে
রজ্জুরে বেতি চান্ধৈতং তদ্বদাত্ম বিনিশ্চয়ং ।

যেমন সর্প ভ্রমের আধার রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিতে
না পারিলে সর্প ভ্রম নিবারিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মাকে জানিতে
না পারিলে বৈচিত্র্য ভ্রম নিবারিত হইয়া অদ্বৈতরূপই প্রতিষ্ঠা হয়।

এই কথা প্রতিধ্বনি করিয়া প্রবোধ প্রজ্ঞানন্দ কার বলিতেছেন—

যং তত্ত্বং বিদুষাং নির্মীলিত জগৎ

অগ ভোগি ভোগাপম ।

যেমন রজ্জু জ্ঞানের বলে সর্পভ্রম তিরোহিত হয় সেইরূপ
ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ ভ্রম নিবারিত হয়। এই একাকার অব-
স্থাকে লক্ষ্য করিয়া দ্বৈত উপনিষদ বলিতেছেন—

যস্মিন সৰ্ব্বানি ভূতানি আত্মৈ বা ভূদ্বিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনু পশ্যতে ॥

যখন জ্ঞানির দৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থ আত্মাই হইয়া যায় তখন সেই আত্মৈকত্ব জ্ঞানের শোকই বা কি মোহই বা কি অর্থাৎ একত্ব দর্শীর পক্ষে শোক মোহের আধার থাকে না কারণ তখন সমস্তই একত্ব বোধ হয় এই একত্ব দর্শন সম্বন্ধে গীতা এইরূপ আদেশ দিয়াছেন—

যদা ভূত পৃথক ভাবমেকস্ব মনু পশ্যতি ।

তত এবচ বিস্তারং ব্রহ্ম সাপদ্যতে তদা ॥

যথা জীব ভূতগণের পৃথক ভাবকে একমাত্র ব্রহ্মস্থিত দেখেন, এবং ব্রহ্ম হইতে ভূতগণের বিস্তার লক্ষ্য করেন তখন তিনি ব্রহ্ম হইবেন ।

তাই গীতায় বলিতেছেন :—

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্চং সনিমশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

১৩ অধ্যায় ২৭ ।

পরমাত্মরূপ পরমেশ্বর সর্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও বিশ্বের বস্তুর ধর্ম যে বিনাশ তাহা স্বীকার করেনা। যিনি পরাম-
আত্মকে এইরূপ জানেন তিনি তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন ২৭ ।

যোমাং পশ্যাতি সর্বত্র সর্বত্র ময়ি পশ্যাতি ।

তস্মাহং ম প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্যাতি ॥

৩৩০

যিনি আমাকে সর্বত্র (অর্থাৎ ভূত মাত্রে) দেখেন এবং
আমাতে জীব মাত্রকে দেখেন আমিও তাঁহার অদৃশ্য হই না
তিনিও আমার অদৃশ্য হন না ।

সর্বভূতস্থিতং যোমাং ভক্ততোকত্বমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোপি সযোগী ময়ি বর্ততে ॥

যিনি সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে একত্রে আশ্রয় করিয়া
ভজনা করেন, সেই যোগী আমাতে অবস্থান করেন । যিনি
চিন্ময় অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ প্রাণ সূহের হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়া
ছেন এই চিন্মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন:—

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্বভূতায়স্থিতঃ ॥

গীতা ১০।২০

হে ক্রিতনিদ্র ! আমিই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ অন্ত-
র্যামী পুরুষত্রয়-রূপে মূল প্রকৃতির অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ
সমষ্টি বিরোদ্ধন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী অর্থাৎ ব্যষ্টি বিরোট অর্থাৎ
জীবান্তর্যামী ।

যেমন জ্যোতির্ময়ঃ সূর্য্যের দর্পনস্থ প্রতিবিম্ব অল্প স্পষ্ট
পদার্থে প্রতিকলিত হইয়া আভা বিকীর্ণ করে, সেই আভা সূর্য্য ও
নয়, সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়, সেইরূপ হৃদিস্থিত আত্মা বুদ্ধিতে

প্রতিবিক্ত হন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র
করিয়াছেন।

আভাস এবচ।

ব্রহ্ম সূত্রম ২।৩।৫০।

অতএব চোপমা সূর্য্যাকাদিবৎ ॥ ঐ ৩।২।১৮

জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পণ্যাদ্বার
প্রতিবিম্ব হয়, সেই প্রতিবিম্বই জীব।

এই জ্ঞান নারায়ণ উপনিষদ ও এই ভাবে বলিয়াছেন।

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সৰ্ব্বং দৃশ্যতে শ্রদয়তেহপিবা।

অন্তর্বহিষ্চ তৎ সৰ্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥

১৩ অনুবাদ।

সমস্ত জগতে যে কিছু বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হয় সে সমস্তের অন্তরে
ও বাহিরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন।

ঈশ্বরের বিশ্বাসুগ ও বিশ্বাতিগ ভাব কণ্ঠ উপনিষদে তিনটি
শ্লোকে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে।

অগ্নির্ঘৈকো ভুবনপ্রবিষ্টঃ

রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব !

বুদ্ধ স্বামী কলির শেষে অবতীর্ণ হইবার প্রমাণ সম্বন্ধে
শ্রীধর স্বামী কৃত ব্রহ্ম টীকার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন ।

ভুবনৈর্ভার হরণায় যত্নকূলে জাতঃ হরি ।

জাত করিষ্যতি স্তরৈরপি ছবরনী বাদ বিমহিতো ॥

যত্র ক্ষয় কৃত্যাং তোক্ষণ শূদ্র কলৌ ।

ক্ষিতি ভুল নাহ নিষিদ্ধ্যতে ॥

জন্মবিভূনে সে অনন্ত

ভুভারা বিনাশ নিমিত্তে

যত্নকূলে জাত হেবে

যা করি ন পারন্তি দেবে

সে কস্য মানহি করিবে

পুনঃ সে বুদ্ধ রূপী হেবে

প্রাপ্তে সে পুনঃ কল্লীরূপে

ভূমি ভুঞ্জন্তি শূদ্র নৃপে

অধর্ম ব্রতয়ে রাজাকু

মারিব রাশিধ ধর্মকু

কৃতে শুরং চতুর্বাহুং জটীলং বন্ধলাশ্রয়ং ।

কৃষ্ণাঞ্জিন পর্বতাখ্যান্ বিভ্রদণ্ডং কমণ্ডলং ॥

সত্যযুগরে ভগবান

জটীল বকল বসন

শুর অটই দেহকাঞ্চিঃ

চারিযুগরে শোভ পাশ্চি

যজ্ঞোপবীত কৃষ্ণাঞ্জিন

যে দণ্ড কমণ্ডলু আন

অক্ষয় সূত্র করে ধরি

দিশন্তি জোহু ব্রহ্মচারি

শূন্যরূপ দুর্জয়ক শূন্য ইকার মনময় ।

বকল বসন স্তম্ভৌ শুরাশ্রয় সূক্ষ্মবাসী ॥

বন্ধাস্বরক শ্রাবক আজ্ঞাশ্চ প্রতিপালক ।

শ্বেতছত্র বারাবাদি পটলং বেষ্টিত শৈব ॥

দণ্ড মস্ত হর্ব বিতং পথক আমোদ বকঃ ।

ধর্ম দাণ্ডক মধ্যাহ্ন ভিক্ষাচ্ছন্ন সংগ্রহতঃ ॥

ভূষণি কহিতেছে হে বশিষ্ঠ শূন্যবাসী প্রভু যে পবনকু ষোণ
বলে দুর্জয় বলিবার যে শব্দ সে শূন্য পুরুষ দেহ ধারণ করি কন্মরে
বিনাশ করিতেছেন, উন্মূলন শোচন ধারণ করিয়াছেন মন
বিকারে মারা তারণ করিয়াছেন কাছ কুছ কবন্ধ শাল্য
ভূষণ গ্রাহ বাকল প্রতি পনরে ধারণ করিতেছেন; মহিমা
সাক্ষাতে ক্লক করিতেছেন। নাগ সাগরে মোহে পতিত
আকারকে বাহু খেলাইতেছেন, পাত্রকসাকাসে তপ্ত; উগ্ন; ধরা;
বরশা আজ্ঞাপালন করিতেছেন শ্বেত ছত্র বারানাদি পটল বেষ্টিত
করিয়াছেন, ধর্ম দণ্ড বা রাস্তায় ভিক্ষা স্থান সংগ্রহণ করিতেছেন।

ঠুনশূন্য শিচদানন্দ অজোতি ব্রহ্ম রূপক ।

অচিন্তা পুরুষ স্বামী বকল বসন স্তম্ভে ॥

স্বরং পাদ পঙ্কজো গুরু স্বরং মায়া বিভূঃ ।

শূন্যবাসী বুদ্ধরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড গর্ভতো ॥

ভূষণি কহিতেছেন হে বশিষ্ঠ ঠুনশূন্য উপরে যে সচ্চিদানন্দ
গোসাই সংসারের বেহার করিছন্তি বুদ্ধ শরীর ক্ষীণ বকল

পরিধান করি আশ্বরে সুখুণ্ডি ভেদরে অগম্যারে রূপ ধরি
ধরণ পাদ পরজোহু শ্রীধর আশ্রয় করুছন্তি ভূত্য কারকের
অগম্য স্বামী শুল্কবাসী ব্রহ্মাণ্ড গর্ভরে ধারণ করি অছন্তি
অসত্য বোগাক্রুত মানে সত্যকু নপাইলে ।

শুক্লস্বর বিষ্ণু ব্রহ্মা মদ্বিভাতি পরিবর্তিত ।

সূক্ষ্ম ব্রহ্ম সত্যানন্দ পদ পঙ্কজে সেহতি ॥

ভূষণ্ডি কহিছি হে বশিষ্ঠ শুক্লস্বর বিষ্ণু যে শুক্ল পরিমল
সকল আহরণ পরিবর্তি স্বামী অখিল রক্ষা নিমিত্তে বুদ্ধ বেণে
অবতীর্ণ হইয়াছেন রক্ষাপাল যে সংসার ধারণা নিমিত্তে
সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম উদয় হইয়াছেন, হে সাধুজন আজ্ঞা পালন
কর আত্মা নিরূপণ করি ইচ্ছা কারণ ভেদরে জগত ভূতময়
পরিবর্তিত কারণ কর্তব্যারে ইচ্ছা করেন শুক্লস্বামী সত্যকু রক্ষা
করুছন্তি সত্যো সত্য পরিগ্রহী সত্যকু বহি অছন্তি পাদপানি
দেহ বাহি তাকর অদেহরে মোক্ষ পথকু ধারণ করি অছন্তি ।

শ্রীধর স্বামী ব্রহ্ম টীকা ।

প্রথমে শুক্লবর্ণ দেহি

কন্দু উত্তরি অক্ষমাল

একান্ত রূপ ভগবান

কলি যুগরে নরহরি

জটাবকল মুণ্ডে বহি

পিক্কিবে বৃক্ষের বকল

দেখি পুঞ্জিবে সাধুজন

খেলে বৈষ্ণবরূপ ধরি

করনী ন করিব মান	এজ্ঞা মায়া'র ভিয়ান
সুমতি বামের ব্রাহ্মণী	তাহার গর্ভে চরুপাণি
খেলা আরম্ভি এ জগতে	সত্যাদি ধর্ম'র নিমিত্তে
প্রবুদ্ধ বুদ্ধ অবত:রে	জ্ঞান বিস্তারি এ সংসারে

জগন্নাথ দাস, ভাগবত ।

মহিমা শুক যে প্রণালীতে অবধূত ধর্ম প্রচার করিলেন,
তাহার আদেশানুযায়ী নিত্য কর্ম নিয়ে প্রকাশিত হইল ।

বেদোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণ যুক্ত সন্ন্যাস ও গৃহীর
ধর্মের বিধি গৃহীর কর্তব্য ।

গৃহস্থগণ প্রতিদিন প্রাত:কালে গাত্রোথান পূর্বক গোময়
গাত্রে লেপন করতঃ স্নান ও স্নানান্তে গোমুত্র গোময় ভক্ষণ
করতঃ পূর্নাস্ত্র হইয়া অর্থাৎ যেদিকে সূর্য্য'র উদয় হয় সেই
দিকে সপ্তবার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া অলেখ বাম স্মরণ
পূর্বক মহাপ্রভুর স্থানে হুংখ জানাইব ও শুৎপরে গৃহে আসিয়া
সাধু সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সেবা অর্চনা করিয়া গৃহের মধ্যে বাহার
ভাগ্যে যেরূপ অন্নাদি থাকিব তাহাই যথা স্থানে আতির্থ ও
সাধুগণকে ভিক্ষা দিবেন ।

অতির্থ ও সাধুগণের ভিক্ষা সমাধা হইলে, আপনার
গৃহস্থ কুটুম্বাদি সহ সকলে অন্নভোজন করিয়া সংসার ধর্ম কৃষি
বাণিজ্য বাহার যে, বৃত্তি আছে তাহা সমস্তে সমস্তদিন নিকাহ
করিয়া পুনরায় সূর্য্যদেব'র অস্তের সময় কিছু পূর্বে অর্থাৎ

একস্তথা সৰ্বভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব ॥

কণ্ঠ ৫ বঙ্গী ৯ শ্লোক ।

যেমন এক অগ্নি এইলোকে প্রবিষ্ট হইয়া উৎপত্তি স্থান
কাষ্ঠাদি বস্তুর পৃথক পৃথক রূপে দৃষ্ট হন অর্থাৎ বক্র কাষ্ঠে বক্র-
বৎ প্রতীত হয়, সেইরূপ এক পরামাত্মা ভূত সমূহের অন্তরে
অন্তঃকরণের অনুরূপে ও বাহিরে বহির্বস্তুর অনুরূপে প্রতিভাত
হন ।

ব যুগ্মথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং

প্রতিরূপং বভূব ।

একস্তথা সৰ্বভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিঃশ্চ ॥

যেমন এক বায়ু ভূতনে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণের অনুরূপ দৃষ্ট
হন । সেইরূপ পরামাত্মা সৰ্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বহির্বস্তুর
অনুরূপে যাতায়াত করিয়া থাকেন । ৫।১০ ।

সূর্য্য যথা সৰ্ব লোকস্ব

চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ বাহ্য দোষৈঃ

একস্তথা সৰ্বভূতান্তরাত্মা নলিপ্যতে লোক

দুঃখেন বাহ্যঃ ॥

সমস্ত লোকের চক্ষু স্বরূপ স্বর্ঘ্য, যেমন লোককে অপরিষ্কৃত বস্তু সকল দেখাটয়া এবং স্বয়ং অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্গে থাকিয়া ও অন্তর্দোষে বা বহির্দোষে লিপ্ত হন না সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহে প্রবিষ্ট হইয়া লোকের ছুখে লিপ্ত থাকেন না ।

(নাম নির্ণয়) ।

অবাত্মন সগোচরম ।

যিনি বাক্য ও মনের অগোচর তাঁহার বিষয় লিখিবার ও কিছুই থাকিতে পারে না সুতরাং তিনি অনেখ ।

আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত মহমেবেতি নিশ্চয়ী ।

নির্বিকল্প শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্ত অনির্বৃতঃ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে তৃণ খণ্ড পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে সমস্তই আমি এই নিশ্চয়ক স্থির জ্ঞান বাঁহার জন্মে তিনি বিকল্প শূন্য পবিত্র শান্ত এবং কোন বস্তু প্রাপ্ত হউন বা না হউন নির্বিকার ভাবে অবস্থান করেন ।

অবধূত ধর্ম্ম ।

পরম ব্রহ্ম নারায়ণ হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ মূনপ্রকৃতি হইল ; অব্যক্ত হইতে একটী অণুর সৃষ্টি হইল, সেই অণুর মধ্যে এই লোক সকল ও সমস্ত দ্বীপা মেদিনী সৃষ্টি হইল । সেই ভগবান

নাবায়ণ এজগত সৃষ্টি করিয়া ইহার স্থিতির নিয়িত্ত মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তি লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম গ্রহণ করাইলেন; তৎপরে সনক সনন্দাদি মুনিগণকে উৎপন্ন করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য লক্ষণাক্রান্ত নিবৃত্তি ধর্ম গ্রহণ করাইলেন।

বেদোক্ত ধর্ম দুই প্রকার।

প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ।

তাহার মধ্যে একটী জগতের স্থিতির কারণ সেটী পাণীগণের সাক্ষাৎ অভ্যাস এবং নিশ্চেষ্টায় অর্থাৎ মুক্তির নিদান সেই ধর্ম দীর্ঘকাল হইতে শ্রেয়ঃকামী ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্যাশ্রমীগণের বিষয় বাসনা দ্বারায় বিবেক জ্ঞান সঞ্চিত হইলে; এবং ধর্ম অস্তিত্ব ও অর্থ্য প্রবর্তিত হইলে সেই আদিকর্তা নাবায়ণ জগতের স্থিতি পালন তত্ত্বাধী হইয়া পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণাদি জীবগণের পাপরূপ অধর্ম হইতে রক্ষার নিমিত্ত গুরুরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

জ্ঞান; ঐশ্বর্য্য; শক্তি, বল; বীৰ্য্য ও তেজসম্পন্ন সেই ভগবান জন্ম মৃত্যু রহিত ভূতদিগের ঈশ্বর এবং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ স্বত্ব ভাব-যুক্ত হইয়া ত্রিগুণাত্মিক মূল প্রকৃতি স্বরূপ স্বকীয় বৈষ্ণবী মায়াতে বশীভূত করিয়া লোকান্তরগ্রহের নিমিত্তই সাধারণ দেহ-ধারীর মত দেহধারণ পূর্বক উদয় হইলেন।

নিজের প্রয়োজন না থাকিলে ও প্রাণীগণের রক্ষার এবং
বৈদিক বিবিধ ধর্ম জগতে রক্ষার নিমিত্ত অবধূত বেশে এই জগৎ
দ্বাপে ধর্ম প্রচার করিয়া ও অধর্মের নাশ করিয়া আসিতেছেন।

জগদীশ্বর জগতকর্তা পরম ব্রহ্ম নারায়ণ এই পৃথিবীতে
যুগান্তবায়ী উদয় হইয়া ধর্ম স্থাপন করিয়া আসিতেছেন।

এশ্বর প্রমর্ষী ত্রীমদ্ভাগবত গীতায় উক্ত আছে.

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন বলিতেছেন।

যদা যদাহি ধর্মশ্চ গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মনাং সৃজামাহম্ ॥

পবিত্রাণ্য সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম সংস্থাপনাথায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥

৪ অ ৭।৮

এই ভারতে যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অধিকা
হয় সেই সেই সময় আমি দুষ্কৃতীগণের নাশ করিয়া ধর্মের সংস্থা-
পন জগৎ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

বর্তমান সময়ে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া সমূহ লোক অধর্ম-
চরণে প্রবৃত্ত হইয়া যাওয়ার ভগবান পুনরায় ধর্ম প্রচারিত ফিরাই-
বার জন্ত মহিমা গুরুরূপে এই ভারতে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কর্মের
নাশ ও সাধুবৃত্তি সংস্থাপন করিবার জন্ত ভগবান মহিমা গুরুরূপে
সর্বধর্মের সমন্বয় অবধূত ধর্ম প্রচার করিলেন।

বেলা ছই দণ্ড থাকিতে প্রাতঃকালের ত্রায় পশ্চিমাশ্রু অর্থাৎ যেদিকে সূর্য্য; অস্ত যায় সেই দিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবে, গুরু আজ্ঞা অনুসারে রাত্রি উপনীত হইলে, অন্নাদি কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না এই সকল নিয়ম ধর্ম্ম পুরাণে প্রমাণ আছে।

বকল ধারি ও কলা কোপিলী সন্ন্যাসীর কর্তব্য ধর্ম্ম বাহারা সন্ন্যাস ধর্ম্মাশ্রিত হইবেন, তাহাদের পক্ষে এই বিধি ব্যবস্থাপিত আছে যে, সন্ন্যাসীগণের কোন নিশ্চিত বাসস্থান নাই, নিত্য প্রবাসী হাটে বাটে পাঠশালা, ধর্ম্মশালা, অথবা বুদ্ধের তলায় যখন যেমন স্থান প্রাপ্ত হইবেন, তখন সেইরূপ স্থানে অবস্থান করিবেন। আর প্রাতঃকালে স্নান গোময় গোমূত্র পান ও অগ্নেধ নাম স্মরণ দর্শন উদয় আস্ত গুরুবাক্য প্রতিপালন ও সর্ব্ব ঘরে ভিক্ষা সাধারণ রাস্তায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবেন নিজ হস্তে পাক করিয়া অন্নাদি ভোজন করিবেন না। কোন প্রকারে অর্থাদি সংগ্রহ করিবে না। কোন প্রকার ছদ্ম্বে প্রবৃত্তি করিবে না।

জ্যোতিষাং রবি রংশুমান।

গীতা ১০ অধ্যায় ৯ শ্লোক

জ্যোতির্গণের মধ্যে আমিই সূর্য্য। সেই কারণ সূর্য্যই ব্রহ্ম জ্যোতি বিধায়ক হওয়ায় তাঁহার উদ্দিতে ও অস্তে প্রণামের বিধি এবং সূর্য্যকে সাতবার প্রদক্ষিণের বিধি থাকায় মহিমা গুরু সাতবার সাষ্টাঙ্গ প্রণামের বিধি দিয়াছেন যথা—

একং দেবাং রবৌ সপ্ত ত্রীবিদ্যুর্যাদি নায়ক ।

ইতি বসনাং

সেই ব্রহ্ম অগ্নি স্বরূপ তদজ্ঞাত অগ্নিতে যত মধু কপূর
চন্দনাদি যুক্ত আহুতি দিবার নিয়ম রহিয়াছে । যেহেতু—

বসুনাং পাবকশ্চাস্মি ।

গীতা ১০।২৩

সূর্য্যদেব প্রকাশিত সাক্ষাৎ দৃশ্য জ্যোতিরূপ তজ্জাত
তঁাহার প্রকাশে (বা স্থিতি কাগীনে) আহারের ব্যবস্থা অন্তর্গত
হইলে আর আহার করিবে না ।

স্বদেবতার নিবেদিত দ্রব্যও স্বয়ং খাইবে না, অন্যে
খাইবেন শ্রাদ্ধাদি বা মহোৎসব বিবাহ আদি বাড়ীতে এবং
যাজক ক্রিয়া রত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে খাইবেন না, গৃহীগণ
স্বভার্য্যা ব্যতীত অগ্ন জ্ঞীতে আসক্ত হইবে না, স্বভার্য্যাতে ঋতুর
প্রথম সাতদিন ও আমাবস্তাদি নিষিদ্ধ দিবস ত্যাগ করিয়া রত
হইবে । গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই গেকর্যা বসন পরিধান করিবে,
গৃহীগণ কোন কার্য্য ব্যপদেশে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিতে হইলে,
অন্যতঃ উপাসনা কালে গেকর্যা বসন পরিধান করা নিতান্ত
কর্তব্য ।

ভগবান গীতার ১০ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে বলিতেছেন—

নক্ষত্রানামহং শশী ।

নক্ষত্রগণের মধ্যে আর্মই চন্দ্র সেইজন্ত পৌর্ণমাসাদি দিবসে ব্রহ্মর বাম ভজন ও বালক লীলা ইত্যাদি করিবার ব্যবস্থা আছে ।

ভিক্ষুকাশ্রমীগণ নিজের নিয়মিত কার্য্য সকল প্রতিপালন করিবেন এবং রাত্রিতে ধুনি সংস্থাপন পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিবে এবং প্রত্যহ এক বাড়ীতে একবার খাইবে, এবং এক গ্রামে এক রাত্রি বাস করিবেন, কলা কোপিলগণ কাপড়ের নেংটি ব্যবহার করিবেন, বাৎসরিক গাছের বাকল ব্যবহার করিবেন, কোন প্রকার বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করিবে না অযাচিত অন্ন গ্রহণ করিবে, কোথাও কোন প্রকার অন্ন বা অর্থাদি যাচঞা করিবে না এবং তাহাদের আহুতি দান বা চামর ব্যঞ্জনাদি নিষিদ্ধ ।

অবধূত ধর্ম্মের কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে যাহা আছে তাহা অত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল ।

প্রাতঃ স্নান ।

প্রাতরুথায় যোষিপ্রা প্রাতঃস্নায়ী ভাবং সদা ।

সপ্ত জন্ম কৃতং পাপং ত্রিভিব'ষৈব্য পোহতি ॥

দক্ষস্মৃতি ২ অধ্যায় ।

যে বিপ্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, নিত্য প্রাতঃস্নান করে তাঁহার বর্ষ ত্রয় মধ্যে সপ্ত জন্ম কৃত পাপ ধ্বংস হয় ।

গুণাদশ স্নান পরশ্য সাধো রূপাতে ছুষ্টিশ্চ ।

বলকং তেজঃ আরোগ্য মাযুশ্চে মনো বিরুদ্ধকং ॥

প্রাতঃকালে স্নান করিলে রূপ, বল, তেজ আরোগ্য পুষ্টি
আয়ুর্বৃদ্ধি মন স্বৈর্য্য ছঃস্বপ্ন নাশ তপস্যা ও মেধা বৃদ্ধি দশটি গুণ
উপভোগ করিতে পারা যায় ।

প্রণাম ।

পদভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যাং মুরশা শিরসা দৃশা ।

বচসা মনসা চৈব প্রণামোহ্কাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

করদ্বয়, পদদ্বয়, বক্ষঃস্থল মস্তক, চক্ষু, বচন, প্রণামের প্রতি
স্থির নেত্রপাত ও তন্ময় উচ্চারণ ও মন তৎপ্রতি একাগ্রচিত্ত
বা এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা ভুলুপ্তিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করাকে
সাপ্টাঙ্গ প্রণাম বলে ।

রাত্রি ভোজন নিষেধ ।

রামার্চন চক্রিকা নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে প্রমাণ আছে
রাত্রি ভোজন নিষিদ্ধ ।

একান্তং বৈষ্ণব্যং বক্তম ব্রতং বিধেয়ঃ ।

মহা সংহিতার ৪র্থ অধ্যায় ৬২ শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি করুন ।
ন ভুঞ্জি তোদ্ধৃত স্নেহং নাতি সৌহিত্য মাচরেৎ ।
নাতি প্রাগে নাতি সায়াং নসায়ং প্রাত রাশিতঃ ॥

যে সকল পদার্থের স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া
হইয়াছে তাহা ভোজন করিবে না, অতি প্রাতে বা অতি
সায়ংকালে ভোজন করিবে না এবং দিবসে ভোজনে অতি তৃপ্তি
লাভ করিয়া রাত্তিকালে আর ভোজন করিবে না ।

পূজা পদ্ধতি নিষিদ্ধ ।

মহানির্বাণ তন্ত্রে প্রকাশ ।

ন ঘট স্থাপনা ত্রাস্তি নবাহল্য ন পূজনং ।

সর্বত্র ব্রহ্ম ভাষেন সাধয়েৎ তত্ত্ব সাধনম্ ॥

যিনি ঈশ্বর উপাসনা করিবেন তাহার পক্ষে স্থাপনা ঘট
অথবা দেবতা পূজা বাহল্য নাই সর্বত্র ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন,
এই ভাবিয়া তত্ত্ব সাধনা করিবেন ।

দেবতা পূজার ভোগ প্রসাদ নিষেধ ।

শ্রীমদ ভাগবতে প্রমাণ আছে ।

যথা পতিব্রতা নারি ন ভজেৎ স্বামীণাং বিনা ।

অন্য দেবস্ত নৈবিদ্যং ন ভুক্তং বৈষ্ণব স্তুত্বা ॥

যে রূপ পতিব্রতা নারি আপনার স্বামী বিনা অন্য
কাহাকেও ভজনা করে না সেইরূপ কৃষ্ণভক্ত লোক অন্য
দেবতার ভোগ রাগ ভোজন করিবে না ।

পিতৃ গোত্রেচ যা কন্যা স্বামী গোত্রেন গোত্রিকা ।

কৃষ্ণ ভজন মাত্রেন তত্র গোত্রাচ্চাৎ ভবেৎ ॥

যেমন অবিবাহিতা কন্যা যাবৎ পিতৃ গৃহে থাকে, তাবৎ সে পিতৃ গোত্রে থাকে, তৎপরে বিবাহ হইলে স্বামী গোত্রে ভুক্ত হয়, সেইরূপ ভক্তগণ কৃষ্ণ ভজন মাত্রে অচ্যুত গোত্রে প্রাপ্ত হয়।

নৈবেদ্যং গ্রহণং স্রাণং দর্শনং স্পর্শনং তথা ।

দেবতাক্ষ যৎ পেয়ং নকুর্য্যাৎ বৈষ্ণবঃ শুচি ।

যে হরি ভক্ত হয় সে অশু দেবতা পূজায় নৈবেদ্যাदि স্পর্শ দূরের কথা দর্শনও করে না।

মদভক্ত দেব নির্মালং পত্র পুষ্পং ফলং জলং ।

তদভুক্তো যদি মুঢ়াশ্বা তৎ সর্বং সুরয়া সমঃ ॥

শ্রীহরি উদ্ধবকে বলিতেছেন, হে উদ্ধব যদি আমার ভক্ত দৈবে দেব পূজার দ্রব্য পত্র, পুষ্প, জল, ফল, যে কিছু মাত্র গ্রহণ করেন তাহা হইলে, অশুচি হইবেন অর্থাৎ তাহা মদিরা সম হয়।

প্রাণ ত্যাগং বরং কুর্য্যাৎ কাল কুটাদি ভোজনাং

তথাহি দেবতোচ্ছিষ্ট ভোজনন্ত ন বৈষ্ণবাঃ ॥

বরং বিশ খাইয়া প্রাণত্যাগ করা কর্তব্য তথাচ দেবের প্রসাদ গ্রহণ করিবে না।

শ্রীমদ ভাগবৎ গীতায় ১৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লোকে অর্জুনকে
ভগবান বলিতেছেন—

সর্ব্ব ধর্ম্মাব্ পরিত্যাগং মামেকং স্বরণং ব্রজ ।

অহং তাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়ী স্যামী মা শুচঃ

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম জাতি ধর্ম্ম বৈরাগ্য সম দমাদি ধর্ম্ম ধ্যান
যোগ ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্ম
পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে (পরমাত্মাকে) আশ্রয় কর
আমি তোমার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব তুমি অকৃত কন্মা
বলিয়া শোক করিও না ।

শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিস্তনং পর ধর্ম্মাৎ স্বনুর্বিষত ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ ॥

গীতা ৩।৩৫

সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরম ধর্ম্মাপেক্ষা সদৌষ স্বধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ
স্বধর্ম্মে নিধনও ভাগ কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ ।

গীতাটী সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপালক ইহাতে দলাদলি নাই
অথচ ভগবান স্বধর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম দুইটী শব্দ প্রমাণ করিলেন ।
তবে কি তাঁহার কাছে দলাদলি বা আত্মপর আছে ? তাহা
কখনই নয়, কেননা তাহা হইলে তাহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ
আসে তাহা নয় । স্বধর্ম্ম স্বাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পরধর্ম্ম বর্ণাশ্রমিক
ধর্ম্ম ।

শ্রীমদ ভাগবত স্পীতা ৯ অধ্যায় ২২।২৩ শ্লোকে ভগবান
অৰ্জুনকে বলিতেছেন—

অনন্য বিচণ্ডয়ণ্ডো মাং যে জনা পয্যুপাশ্রিত ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহীর্ম্যহম্

৯।২২।

যে সকল যোগী বাসনা শূন্য হইয়া অনন্তচিত্তে আমায়
উপাসনা করেন সেই মং পরায়ণ মগ্নিষ্ঠ পুরুষগণকে যোগ ক্ষেম
প্রদান করিয়া থাকি, কোনও বস্তু লাভ করায় নাম যোগ এবং
তাহা রক্ষা করার নাম ক্ষেম ।

যেহপস্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধায়ান্বিতা ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তু বিধি পূর্বকম্ ॥

হে কৌন্তেয় শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তির সহিত বাহারা অল্প দেবতার
ভজনা করেন তাঁহারাও আমাকে অবিধি পূর্বক ভজনা করেন
(অর্থাৎ মোক্ষ জাপক বিধি বিনা ভজনা করেন) ।

অহংহি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুবেষচ ।
নতু মামভি জানন্তি তত্থেনা তশ্চ্য বস্তিতে ॥

গীতা ৯।২৪ ।

যেহেতু আমিই সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ
ফলদাতা কিন্তু তাঁহারা আমাকে যথার্থরূপে জানে না এমন্যই

পুনরাবৃত্তিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-ধরিত্বই কল্পে)।
যখন আমি ছাড়া আর কিছু নাই তখন অন্য-কোনটার পূজা
করা গোণকর্ষ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাতে পৌছে না তবে
ঐরূপ করিতে করিতে ক্রমে আমাকে পাইবার ইচ্ছা প্রবলে
সদগুরু লাভ হয় এবং সেই সদগুরুর কৃপায় আমাকে লাভ করে।

শ্রীমদ ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ২৯ অধ্যায় ১৭।১৮ শ্লোক।

সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা ।

তমবজ্জায় মাং মর্ত্য্যঃকুরুত্যোচ্চা বিড়ম্বনাং ॥ ১৭

যোমাং সর্বেষু ভূতেষু সত্তমাত্মাব মীশ্বরম্ ।

হিত্বার্চাং ভজতে মোঢ়্যাস্তস্ম্যন্যেব জুহোতি ॥ ১৮

এই প্রকার চিত্ত শুদ্ধি সকল প্রাণীতে আত্মা দৃষ্টি দ্বারাই
হয়, আমি সকল ভূতের আত্ম স্বরূপ হইয়া সর্ব প্রাণীতেই
সত্তা আছি, তথাচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া
প্রতিমাদিতেই পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে । ১৭

পরন্তু আমি সর্ব প্রাণীতে বর্তমান সকলের আত্মা এবং
ঈশ্বর যে ব্যক্তি মৃত্যু প্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা
পূজা করে তাহার কেবল ভ্রমে আহুতি প্রদান করা হয় ।

অবধূত ধর্ম্মাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি শ্রী গুরুর আদেশ আছে
যে, গৃহীর ত্রীগণ রজবতী হইলে সপ্তদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে

(ঔলোককে) কোন দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে দিবে না তাহার
প্রমাণ শাস্ত্রে আছে ।

১। প্রথমেহনি চণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্ম ঘাতিনী ।

তৃতীয়ে রজকি প্রোক্তা চতুর্থেহনি শুদ্ধতি ॥

রজস্বলা স্ত্রী প্রথম দিবসে চণ্ডালিনী সদৃশী দ্বিতীয় দিবসে
ব্রহ্মঘাতিনী তৃতীয় দিবসে রজকীর ন্যায় অস্পৃশ্যা থাকিয়া চতুর্থে
দিবসে শুদ্ধ হয় ।

২। রামং দিনং পরিত্যজ্যং যাবদ বহতি শোণিত ।

তাবদেব ঋতুঃ স্ত্রীনাং রাত্রয়ঃ শোড়ষ স্মৃতাঃ ॥

স্ত্রীদিগের প্রথম তিনদিন ছাড়িয়া শোড়ষ দিবস পর্য্যন্ত
ঋতুকাল জানিবে যতদিন না শোণিত বন্ধ হয় না হয় ততদিন
অশুদ্ধ ।

৩। চতুর্থে জায়ন্তে পুত্র সন্নায়ু পূর্ব বর্জিত ।

বিদ্যা ধর্ম পরি পরি ব্রষ্টো দরিদ্রঃ ক্লেশ ভাজন ॥

৪। পঞ্চমে জায়তে কন্যা হর্ভ্যা নিত্য হুংখিতা ।

সন্নায়ু বসতি বেশ্যা কুরুপা বিধবা স্মৃতা ॥

৫। ষষ্ঠে চ জায়তে পুত্রো ন দোষী নশুনী তথা ।

মূর্খো হুংখী কুরুপা চ ধনসন্ততি বর্জিতঃ ॥

৬। সপ্তমে জায়তে কন্যা হুংখীনো নারিকা ভবেৎ ।

জীবতি সামুত্তা লোকে ধন ধাত্ত বিবর্জিতা ॥

এই সকল দিনে কত পুত্র জাত হইলে দরিদ্র মুখ অধর্মী-
চারিণী হয় এই সকল কারণ বশতঃ সপ্তদিন পালনের ব্যবস্থা
করিয়াছেন।

(জ্যোতিষ তত্ত্ব বারিধি)।

হিন্দুধর্ম বাহিরের নয় ভিতরের।

আর্য্য ধর্ম কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন
আমাদের পূজনীয় পিতৃ পুরুষগণ যে ধর্মের আচরণ করিয়া
গিয়াছেন, আমরা সাধারণতঃ আর্য্য বলিতে তাহাই বুঝি।
এখন বড় বিবম কথা উপস্থিত হইল, (নার্সো মুনির্ঘ্যাস্য মতঃ
নভিন্নঃ) নানা মুনির নানা মত। আমরা কি করি? একজন
ধর্ম শাস্ত্রকার যাহাকে সর্ব প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিলেন,
আর একজন ঋষি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আর একটাকে
সেই উচ্চ আসন প্রদান করিলেন। এখন আমাদের উপায়
কি? নারায়ণের অংশাবতার ব্যাসদেব ও মহাদেবের অংশা-
বতার শঙ্করাচার্য্যের মতভেদ উপস্থিত হইলে, অল্প জ্ঞান সম্পন্ন
মানব কোন পথে অবলম্বন করিবে? আবার এই মত ভেদের
মধ্যে একটা সাম্যভাব দেখিতে পাই, সে বিষয়টিতে কাহারও
মতভেদ নাই। সে বিষয়টী মনের পবিত্রতা, আর্য্য ধর্ম সম্বন্ধে
নানা বিধিমত আছে বিভিন্নতা থাকিলেও এই বিষয়টিতে
সকলেরই ঐক্যমত আছে। তুমি শৈব হও, শাক্ত হও, বৈষ্ণব
হও, সৌর হও, বা গাণপত্য হও তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যে

ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে ভক্তি দ্বারা ভগবানকে ডাক। যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে সেই ভক্ত বাগ্ম পূর্বকারী জগত পিতার উপাসনা কর তাহাতে কোন বাধা নাই কেবল মন বিস্তৃত হওয়া চাই।

আর্য্য ধর্ম্ম বাহিরের নয় ভিতরের ইতিপূর্বে যে যে সময়ে ধর্ম্ম ভাব অন্তর ছাড়িয়া বাহ্যাদৃশ্যে পরিণত হইয়াছে সেই সেই সময়েই তাঁহার সংস্কার সাধিত হইয়াছে বেদে যজ্ঞাদি উপদিষ্ট হওয়ায়, ভারতে এক সময়ে যজ্ঞেশ্বর বহুল প্রচার হয়। অন্তঃর্যজ্ঞ ভূমিয়া লোক যখন বহিঃর্যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত হইল, তখন শুদ্ধ দেব অংশীর্ণ হইয়া তাহার অযোক্তিকতা প্রতিপাদন করিলেন, আবার শ্রোত ফিরিল। আবার সকলে আত্ম দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন, বহুদিন পরে সকলে পুনরায় বাহ্য ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইলেন। বাহ্যাদৃশ্য প্রিয়তা লোকের স্বভাব সিদ্ধ, সেই জন্য তত্ত্ব সকল প্রচারিত তত্ত্বে নানাবিধ আদৃশ্য পূর্ণ কার্য্যের অনুষ্ঠান আদিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্ব সকল মহাবোগী মহাদেবের ক্রীমুখরিত বলিয়া বিখ্যাত তত্ত্বোক্ত কার্য্যগুলির গুঢ় রহস্য আছে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারিল নাই। তাহার চণ্ডিত অর্ধই গ্রহণ করিল। আবার বাহ্য হোমাদিতে লোক ব্যস্ত হইল, তখন নবদ্বীপাকাশে চৈতন্য চন্দ্র উদিত হইয়া ভক্তির প্রাপত্ত শিক্ষা দিলেন, মন পবিত্র করিতে উপদেশ দিলেন, তাঁহার উপদেশের ফলে অনেক উপকার হইল, ধর্ম্মের

নামে যে সকল অনাচরণ হইতেছিল, সে সকল বিদূরীত হইল। কিছুদিন এইরূপে চলিল, পরে আবার পরিবর্তন হইল এখন পরিবর্তনের চরণ সীমায় দেখা যাইতেছে, পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম, কেবল তিলক ত্রিকষ্টিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, লোকে খোল করতাল বাজাইয়া অঙ্গে পবিত্র হরি নামের ছাপ মারিয়া গৌরাঙ্গ ও তাঁহার শিষ্যের অনুকরণ করিতেছে ট্রেডমার্ক ঠিক আছে, জিনিস ভেল হইয়াছে, হরি এই শব্দ উচ্চারণ করিবারাত্র যাঁহার সহস্রাকারে আঘাত লাগিত এবং যিনি তৎক্ষণাৎ অচেতন হইতেন সেই পুরুষের অনুকরণ করা কি যাহার তাহার কার্য্য! কেবল বৈষ্ণব কেন! চতুর্দিকে ভণ্ডামী! মহাযোগী মহাদেবের উপাসক শৈবগণের কেবল ক্রদ্রাক্ষ ও বিশ্বপাত্র আছে কিন্তু যোগধার নাই শাক্তের ছাগবলি আছে, কিন্তু হৃদয়ে ভক্তি নাই ষড়রিপুর বলি দিবার প্রবৃত্তি নাই।

সুতরাং এখন আবার অন্তর দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে আর্ধ্য ধর্ম্মের বিশেষরূপে আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে আর্ধ্যধর্ম্ম কাহাকেও নিরাশ করে নাই। যাহার বৈরাগ্য অধিকার আছে তাঁহার উপাসনার প্রণালী ও তদ্রূপ, ক্ষুধা অনুসারে আহারের ব্যবস্থা আছে। জ্ঞানীর জ্ঞান চিন্ময় সত্য স্বরূপ (এক মেবা হিতায়ং) পরম ব্রহ্মের উপাসনার নিয়ম নির্দিষ্ট আছে আবার অজ্ঞানীর জ্ঞান নানাবিধ সাকার উপাসনার পদ্ধতিও আছে, বথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন মহোদয়গণের জ্ঞান নিষ্কাম ধর্ম্ম

উপদিষ্ট হইয়াছে, আবার অন্ন জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য সন্ধ্যাপ্রার্থনার আদেশ হইয়াছে। এহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে সন্ধ্যাপ্রার্থনা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম বিমাতার বাক্য বাণে বিদ্ধ হইয়া রাজ্য লাভের জন্য হরি আরাধনায় রত হইলেন। কিন্তু সে যখন সেই পদ্ম পলাশ লোচন নারায়ণের দর্শন পাইল, তখন আর কিছুই চাহিল নাই। সাধক প্রথমতঃ সন্ধ্যাপ্রার্থনায় কার্য্য আরম্ভ করে, বটে কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিলে তাহার সাধনা নিষ্কাম কার্য্যে পরিণত হয়, অতএব সকলকেই অন্তরে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। লোক দেখান ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নহে লোক দেখান দান, দান নহে। লোক দেখান যজ্ঞ, যজ্ঞ নহে। যে হোমে কুপ্রবৃত্তিকে আহুতি দেওয়া না যায়, সে হোম, হোম নহে, এই সকলের স্থায়ী আন্দোলন চাই। তাই বলি আবার স্রোত ফিরিল পুনর্বার সেই অন্তঃস্বর্গ্য অবধূত গোসাই বিলাইল এই কলি যুগের প্রবল অবস্থাতে অবধূত ধর্ম্ম প্রচার করিলেন এই ভারতে পূজাবিধি সাধন তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র সকলেই অনাচার দ্বারা পাপকে ধর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করিতেছে এজন্য ঐ সমস্ত কুপ্রবৃত্তি সংসার হইতে বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যে এই ভারতে অবধূত ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

নিগুণ তত্ত্ব।

বেদাতীতং রূপাতীতং গুণাতীতং নিরঞ্জনম্।

আকাশঃ মনাকশঃ শব্দ ব্রহ্মসমুচ্চয়েৎ ॥

পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডয়ো নাস্তি নাস্তি পুংক্তি পবংততঃ ।

নন্দ বিন্দু বিনা মন্ত্র সমহা মন্ত্র ম্যুর্ভমম্ ॥

সত্য ধর্ম সমাপ্তিতঃ সংকর্ম কুরুতে নরঃ ।

ত দেব সকলঃ কর্ম সত্য জানিহি স্ক্রতে ॥

নহি সত্যাত্ পরোধর্মো ন পাপমনুতাত্ পরং ।

তস্মাত্ সর্বাত্মনা মর্তো সত্য মেবং সমাপ্তয়েৎ ॥

সত্য হীনং বৃথা পূজা সত্য হীন বৃথা জপঃ ।

সত্য হীনং তপঃ ব্রতঃ উষরে বপনং যথা ॥

সত্য রূপং পরম ব্রহ্মা সত্যহি পরমং তপঃ ।

সত্য মূলা ক্রিয়া সর্বা সত্যাত্ পরতরং নহি ॥

নিরঞ্জনাষ্টক ।

বেদং ন শাস্ত্রং নচ শৌচ সঙ্ক্যা ।

মন্ত্রং ন জাতং নচ ধ্যান ধ্যেয়ং ॥

হোমং ন যজ্ঞং নচ দেব পূজা ।

তস্মৈঃ নমঃ ব্রহ্মাণ নিরঞ্জণায় ॥ ১

ব্যর্থং তীর্থং তপ জপ যজ্ঞেন কিং ফলম্ ।

কিং বেদাধনং ব্রতাদি চরণং দানে বা কিংবা ফলম্

রে মূঢ় ! দৃঢ় মেচেৎ শরীরং মান্যতে নান্যথা
সাক্ষাদিশো ভগবান জীব মানস কৃত ॥

নিগুণং নিদ্রিয়ং নিত্যং নির্বিকল্প নিরঞ্জনং ।

নির্বিকার নিরাকার নিত্য মুক্ত সুনিশ্চল ॥

স্থানু ন মানু নচ বাদ বিন্দু ।

রূপং ন রেখং নচ ধাতু বর্ণ্যং ॥

দ্রষ্টান দৃশ্যং শ্রবণং ন শ্রাব্যং ।

তস্মৈঃ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায ॥

বৃক্ষং ন মূলং নচ বীজ কুলং ।

শাখা ন পত্রং নচ বন্ধ পল্লবং ॥

পুষ্পং ন গন্ধং ন ফলং ন ছায়া ।

তস্মৈঃ নমঃ ব্রহ্মাণ নিরঞ্জনায ॥ ৪

অধো ন উর্দ্ধং ন শিব ন শক্তি ।

পুমান্ ন নারী নচ লিঙ্গ মূর্তি ॥

ন ব্রহ্মা বিষ্ণু নচ দেব রুদ্র ।

তস্মৈঃ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায ॥

অথগু থগুং নচ দগু দগুং ।

কলোপি জীবো ন গুরু ন শিষ্য ॥

ন গ্রহ ন তারা নচ মেঘ মালা ।
 তস্মৈ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায় ॥
 শ্বেতং ন পীতং নচ রক্তং রেতং ।
 হেমং ন রৌপং নচ স্বর্ণাৰণ্যং ॥
 চন্দ্রাৰ্ক বহ্নি উদয়ং ন অস্তং ।
 তস্মৈ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায় ॥
 স্বৰ্গং ন প্যাংক্তিং নোথ্রে ন ক্লেত্রে ।
 জাতরতীতং নচ ভেদ ভিন্নং ॥
 নাহং ন তদ্বং ন পৃথক পৃথক ত্বং ।
 তস্মৈ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায় ॥
 গন্ত্যোর ধীরং ন নিৰ্ম্মাণ শূন্যং ।
 সংসার সারং নচ পাপ পুণ্যং ॥

ব্যক্ত না ব্যক্ত

তস্মৈ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায় ।

ভজনাস্তিক বিখ্যাত ।

বন্দনা ।

বন্দনা পদে বিন্দুকু

যতই অরূপানন্দকু ।

নমকোণে সুরাসুরি

মাস মাস মাস ছন্তি পুরি ॥

অনন্ত বাসুকি শিরে বহিছি মকন্দকু । ১
 শ্রীপয়র দীর্ঘ পতি কোটীয়ে মোর বিনতি ।
 অরণ সদর পাদে নির্ভয় ভল মন্দকু ॥ ২
 গৃহ কৰ্ম্ম ত্যজি ভক্তে প্রচরু ছক্তি জগতে ।
 জীব উদ্ধার নিমন্তে ভরবা করি নামকু ॥ ৩
 করুছন্তি কৰ্ম্মমান মাতা পিতাঙ্কু বিধান ।
 উদে অন্ত দরশন ধরি চৌষটি বন্দকু ॥ ৪
 শ্রীগুরুকু পাদ তল ফুটিয়াছি পদ্ম ফুল ।
 বাসরে অমাপা মূল ঘেনী নাসিকারকু ॥ ৫
 একাকর পাদ চিনি ভজুছন্তি ব্রহ্ম জ্ঞানি ।
 ভমে ভীম অরথিত ধ্যাই অলেখ ব্রহ্মকু ॥ ৬
 ভজ হে শ্রীগুরু পদ নকর হেলা অনহেলা কলে ভবে বুড়ি ব ভেলা
 প্রথম সময়ে স্তুতঃ মাতা গর্ভে হেলা স্থিত,
 দশ মাস যায়ে গর্ভ গতরে থিলা ।
 গর্ভে থিলা যেতে দিন করুথিলে ব্রহ্মে ধ্যান,
 বেনি কর যোড়ি পাদে ভকতি থিলা ।
 মাতিনী পাড়ি পুয় রাব দেলে কুহ কুহ,
 পূর্ব জন্ম হেতু জ্ঞান পাসরি দেলা ।
 মাতা দেলে ক্ষীর পান বাব ভোলে গলা দিন,
 রঙ্গে শিশু সঙ্গে কৌতুকে বড়িলা ।
 অইলা দ্বিতীয় কাল তনু হইলা প্রবল,
 স্থিতির উৎপতি তহ অধিক হেলা ।

পাই যুবতী রতন কামরে বুড়িলা মন,
ছলভ শরীর গোটা বি অর্ধ গলা ।

তৃতীয় কাল আসি হেলা নিরঞ্জন নভজিলা,
হিংসা রাগ নিরন্তরে রহিলা ।

পাই স্নত বিত ধন চিন্তারে বুড়িলা মন,
গুরুপাদ ছাড়ি মায়ামদে মজিলা । ৪

তইলা চতুর্থ যুগ সরিলা দেহরে ভোগ,
অস্থি চন্দ্র এক ঠারে ঠুল হইলা ।

ফুরাকা বন্দ গলা নাপ উজিলা পরম তংস,

গুরু পদ ধাই ভীম ভই ভজিলা ।

কর সাধু সঙ্গ নিশেচ পরাপত হেব ব্রহ্ম অঙ্গ ।

সংসার সাগর প্রয়োজন স্নখ ভোগ ন বাঞ্ছিব মনে ॥

মায়া ঘর দ্বার আশায় নকর যেসনে পসরা ঢাউরঙ্গ ।

নিন্দা কলে যুগ জীব স্কার তৈতিকি নকরো কিছি ভয়ে ॥

অল্প নিন্দা করি পাপে জীবে মারি সদজ্ঞান করুছন্তি ভঙ্গ ! ২

চারি দিবসকু খাউ টাকি কুলি যুগ রহিলানি বাকী ॥

দিক্ষাকু ন লেমি বানাকু ন দেখি বিয় করুছন্তি জেহ্নে সিদ্ধ । ৩

মায়া মোহে পড়ি ছন্তি বন্দি নিজ নাম দেইছন্তি কিঙ্গি ॥

এ জগতের লোক সর্বো অবিবেক দেখিবে স্তনিবে কিদচঙ্গ ।

সংসার মতবে লুহবাই সবু কথা খাও দেহে সহি ॥

যেসনে পাষ'ন করি পঙ্ক মন দোষিয়া শুনিবা দূরে কিঙ্ক ।
 শ্রীগুরুচরণ হৃদেবড়ী এতে বেলে কর সাধু গোষ্ঠি ॥
 ভনে ভই ভীম ন ছুইবে যম ধরি থাও নাব আগমাক্ষ ।
 ভজ নিরিবেদে এহি শরীরে স্মৃজান হেব উদে ॥
 হুল'ত শরীর গোটা পিণ্ড কিপাই করুছ খণ্ড খণ্ড
 বুড়ি গলে চেতা পর্কে হেব যুখা তিনি ধর ধর এক পাদে ॥
 অক্ষয় পুরুষ বিজে করি রূপ রেখ নাহি তাহা ছুরি ।
 সেহিগে করতা কর্মণ দেব স্বামী ভুলাই মাক্রছি মায়া মদে ॥
 পচিশ প্রকৃতি করি বাট এমানে করুছ নটকুট ।
 সকাষরে জীব মায়ারে সংযুক্ত বুড়ি রছিছন্তি ফল স্বাদে ॥
 এ দেহ ছাড়িল জন্ম নাহি জেবে জন্মিবু তু হেতু কাহি ।
 মনে মনে ভালি বলি আজি কাণী পড়ি জিবু কুন্তীনর্ক মধ্যে ॥
 ধন দ্বারা স্মৃত বন্ধুবর্গ কেহি কাহাকুন নেবে স্বর্গ ।
 এমানে বিষয়া সূর্কে মহ মায়া সাঙ্কলী অটন্তি বেনি পাদে ॥
 অভয় চরান চিত দেই ভনে অরঞ্চিত ভীম ভই ।
 ভেজী পিণ্ড প্রাণ নাম ব্রহ্মে গিন নবধা ভক্তি ভাব গদাগদে ॥
 আরে মুখ বাই গুরু সেবা কলে সিনা জ্ঞান পাই ।
 কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গলে, আগ বড়ি মায়ে ন পাইলে ॥
 ভাব ভোলে পড়ি ভবে গলে বুড়ি ব্রহ্মে গিন কেহ হই নাই ।
 নাম আত জাত জীব জন্ত, সদগুরু পাদে নাহি তত্ত্ব ॥
 অনেক সাধিলে অণু ন পাইলে বাহারি গলেনি দেহ বাহি । ২
 লক্ষ্য পথ গুণা জুল তেপু কোটি করু কল্যাণার মন ॥

কেহিন' যুগরে ভেট নাহি ভলে ব্রহ্ম অন্তানা কেহি জাই নাই ।

মনকু করি পারিলে সক্র, তেবে ভেট হেবে সদগুরু ॥

কপাট অর্গণী, স্রুচি রক্রে গলী বিচারিলে নিকটরে থাই । ৪

মাংস পুটত দেহরে অছি, দন্ত্রহু কঠিন বলাউছি ॥

জল পবনহি, ভেদ নাহি তহি, নিগম ভুবন বলি কহি । ৫

ভনে অরখিত ভীম কন্দ, সে ঠাবকু জ্ঞানি জনে বুঝ ॥

বাহুরে খুজিলে, কেবেহু' নমিলে, ঘট ভেদান্তরে তাকু পাই ;

চিতনপাও অনাম আদহরে, চিত্ত স্বাদহার ॥

জপ তপ মন্ত্র যন্ত্র নাহি, বেদ বিদ্যা ভেদ নলাগই ।

দান ধ্যান জ্ঞান, তীর্থ ব্রত পুণ্য, কিঙ্গি দেই ছন্তি ছরাস্তরে ॥ ১

চাহি কহিবা দহিবা ঠারে, নথাই এটী সাহাস্র অর্থরে ।

পণ্ডিত পিণ্ডিত সবু' এ খণ্ডিত, হুড়ু যাই রূপ বাহা রবে ॥ ২

ধরতি আকাশ নলাগই, মহাশূণ্যে স্তম্ভ শূন্য দেহি ।

অগ্ন তেজ বাই, ছায়া ন মিসই ধর এক পাদে মিস্যায়ারে ॥ ৩

অনুসরি থিলে লয়েকরি, নিরাম নিরুহ চিতে ধরি ।

আশা মাত্রে থিব, নাশ হীন স্থির, তরি জীব নিশ্চে স্মদয়ারে ॥ ৪

স্বাদহার নাহি কলে ঠাব, অদেহার আউ কি পাইব ।

বেশ ধাও ঠাব জেবে করি থিব, বসিব বৈকুণ্ঠ ভুবনরে ॥ ৫

নাহি সেবা ভক্তি ভাবনারে, দেখুছি শুনুছি সর্ব ঠারে ।

গুরু পাদ ধ্যাই, ভনে ভীম ভই, কলেথ স্বামীং কি আজ্ঞারে ॥

আট ভজন ।

চালন্তী শূন্তে শব্দ অনুমান চিতে ভেদ অকলনা বারানিধি,
নাম মহিমা অগাধ ।

গম্য নাহি চারি ধর্ম জতি জালা উন্মুখু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলা,
এ মন্ত্রে সে জেউ পদ । ১

যে রাম চন্দ্র অনন্ত, কৃষ্ণ চন্দ্র জগন্নাথ, চারি যুগে অবতার,
হই ন পারিলে সিদ্ধ । ২

ঋক শ্যাম যজু অথর্ব, ত্রীং শ্রীং ক্লীং ক্রত, দিগ আকাশরে,
ত্রিমি বুড়ি ন পাই বিশাদ । ৩

ছপ্পনা কোটা জন্তু জীব, করি ন পারিলে ঠাব, মুনি তপস্তারে,
বসি মনরে হেলে সুবোধ । ৪

পুঁথি পঞ্চ ভূত বাই, জ্যোতি তেজ কলা বহি,
চন্দ্র সূর্য্য উদে হই, ন পাইলে অন্ত আদ্য । ৫

অব্যক্ত ব্রহ্ম যেই, রূপ বঞ্চনারে নাহি, ভণে ভীম,
অরখিত নিগমে রহিলা ভেদ । ৬

বহিছ অবনা বাই, দিবা নিশি এক হই,
কে পাইছ আদ্য অন্ত চিনি রাখিয়াছি কাই ।

মহা শূন্তে বটে, অরূপ অবর্ণে ভেট, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরে,
ভেদি ধরি ন পারিলে কেহি ।

নাহি চেষ্টা হেতু দ্বারে, ন থাই মন ভিতরে,
কায়া ছায়া মায়া ঠারে, কাঁহি কিহি ন লাগই । ৭

কামনা কল্পনা ছারে, নমিশে হেঁজ পাগরে, কে তাঁকু,

করিব ঠাব যার নাহি হাই ছাই। ৩

নথাই শব্দ আকার, একুশ পুর বাহারে, সার ঝঙ্ক এক পাদ,

রহিছি গুপ্ত হই। ৪

স্থিতি বস্তি:র নথিলা, কেউ ভিতরে পশিলা, যে তাঁকু,

ভেটাই দেবে, তা পাদে ধরিবি যাই। ৫

বদেনে সেবা ভকতি, দর্শন ভজন নাস্তি, ভনে ভীম অরপিত,

নিগমনে রাহিলা বাই। ৬

শূন্য মন্দিরে বেলায়, রূপ রেখ নাহি যার,

ছুতি পাদ নাম সাই, এক পাদে ধর ধর।

অলেখ পাটনাপুর মে ঠাবরে তাক ঘর, নাহি সরদ উদ্ব,

সাধু জনে হেতু কর। ১

নিরামিশ নিয়ইটা, দিও থিলে করে মিঠা, আদখা অনাম স্বাদ,

এমন্তে সে সুখধার। ২

তাঁহাকু জেবন জন, নির্বোধে করে দর্শন, অখণ্ডিত ব্রহ্মে গীন,

জন্ম মরণরূপার। ৩

দেখিতা ছটক চালা, জ্ঞানি মরুছন্তি ভাগী, চক্ষু মটকরবেল,

বিজুলার অতি ধব। ৪

ক্রিয়া কর্ম ন লাগই, সাধু মনে কলে পাই, দিক্কাত নিষ্কাম ধর্ম,

ভজন একাক্ষর।

ছেউ ঠারে ব্রহ্ম অছি, উদে অস্ত নাহি কিছি, ভণে ভাঁম,

অরখিত নিগনে সে অংকার । ৬

অভয়পুর মণ্ডল, নাহি আঙ্কার উজ্জল,

ব্রহ্ম নাহি তাঁকর স্থিত ঠুল । ১

নাম জহিরে ছয়ারি, ভরসা আছি কাহারি, নিরাময় ব্রহ্ম যেই,

কি মিলিব স্থল কুল ।

হুসত্য জহিরে দ্বীপ, লক্ষ্য দেবা কেউ রূপ, অকল্পনা অলঙ্কার,

আপে আপনা নির্মল । ২

সেবা যার নথ কোণ, ভক্ত হেব কেউ জন, পাইছ হুলভ তল,

আশ্রিত ছয় সকল । ৩

ধন্য যার বাম করে, সে কি কাঁহাকু পচারে,

উদে আছি এতে বেলে বানাকি হেব নিফল । ৪

ধন্য যার পৃষ্ঠ ভাগে, সে কি সেবা ভাক্তি মার্গে, অরূপ অনাদি,

ব্রহ্ম, আন আকারে কুশল । ৫

এবে সেই ব্রহ্ম দেখ, বৈষ্ণব মুরতি রূপ, ভনে ভাঁম অরখিত,

সীমন্তে ধরিবা ঢাল । ৬

পঞ্চপানি নাহি তাক ধরিব কিরে এমন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ ধরা নয়ায়ে,

নাহি তাকর পেটা অঁটা, কিটাই কহিছি গোটা,

নর দেহ ধরি তাক কলনা মুহে ।

তাকু গরি শান্তি পণে, ত্রিভুবনে নাহি জনে,

নিন্দা তুষ্টি হানি লাভ সকলি কহে ।

ভক্ষণ নাহি আদ্য, বজ্র বিজয় বাহার,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ফলে স্বাধীন ন পিয়ে।

নলাগই অঙ্গে ধূলি, বিরাজ দিম্বুছি কুলি,
নিদ্রা ঘুমাইলে উভা আসনে শুয়ে।

ইচ্ছার আসক্তি ত্রি, ভকত ভাবুক প্রেমী,
শুনি চাহিবাকু কর্ণ চক্ষু ন যায়ে।

নাহি মুখ জিবা নাশা, উত্তর না দিয়ে ভাষা,
আগ পছ জানি ধীর সমীরে রহে।

উলট পালট নাহি, মহাশূন্যে শূন্য দেহী,
মুখ বাটে জিহ্বা কণ্ঠে বক্ষানি নুহে।

সদা জয়ে পূর্ণানন্দ, পারিলে চরণে বন্দ,
নিরন্তরে আঁজা তিন পুরে উদরে।

নাহি তাকর বর্ণ চিত্র, অশেষ রূপক ভিন্ন,
সকল ধর্ম বিধান করন্তি ত্রায়ে।

আসিবা জিবা হেঁউছি, করি সব করাউছি,
নিষ্কাম যোগরে নিজ নামকু গুয়ে।

সে ব্রহ্মের তেজ ধানে, রহিন পরন্তি পাশে,
অনুভব পাদ মাত্র করিছি নায়।

ভনে ভীম হীন ভই, পূর্বদিকে ছন্তি বহিঃ,
দুঃখ সুখ জানাইবে ভেটিলে পায়ে।

অশেষ মহিমা তিনি ভুবনে খ্যাত, নর দেহ ধরি কিয়ে করিবে অন্ত,

কেউ মহিমা ভজিব, কেবল ভাবে মজিব,
 সত্য তত্ত্ব দৃঢ় ব্রত কেড়ে শকত ।
 জন্ম লভি গলে বাঁহ, অগ মুগ পাই নাহি,
 সরি যাউ অছি যুগ কল্লৈ কল্লান্ত ।
 লুহই উত্থাস বঝ, বহি বাকু বড় সজ,
 আনিবা নেবাকু কেহি অছি সামর্থ ।
 তিথিরে থুইলে নেই, ধয়ে হয়ে নর হই,
 অডুয়া ন লাগে অল্লৈ বহত ।
 লুহস্তি জাতি অজাতি, নাহি তাকর সঙ্গ সাত্তি,
 ইষ্ট বন্ধু তাত মাত নবাস মিত ।
 বার নাহি রূপ কায়া, তাকু নাসৌব মায়া,
 লুহস্তি সে প্রভু যোনি জনমে জাত ।
 অশ্রুতি অমূর্তি দ্বার, বাছ বিচারণ নকর,
 অগমরে গমিলে লভিবু মুকত ।
 পেনী পসিলে কুসাই, দয়া হেবে তেবে যাই,
 আনামিকা পদ নিশ্চে হেব প্রাপত ।
 বিজাতিয়া হেলে জহ, উদে হেলে মহা বাহু,
 জাতিয়া করবে তাকর সবু ভকত ।
 ব্রহ্ম অগ্নিরে ধ্যানিবে, নাম জলে পক্ষানিবে,
 নিরূপ স্থানে থুইবে করি নিশ্চিত ।
 দুর্গম দীক্ষা অটাই, হস্ত গড় পাও নাই,
 গতি পতি হস্তা কর্তা ভকত হিত ।

অক্ষয়ে ব্রহ্মাঃ মিশী, একরূপ প্রায়ে দিলী,
 তাঁকু কেহি সরি নাহি তিন ব্রহ্মাণ্ডে ।
 পিন্দিছি বৃক্ষ বকল, নেত্রে দেখুছ সকল,
 অতির্প প্রায়ে বুলন্তি জ্যাব দাণ্ডে ।
 ভনে ভীম যেন ভই, কেহি অন্ত পাই নাহি,
 ষোড়াই রদিছি শূন্য গুপত ভাণ্ডে ।
 পরচে হই পারিলে অগ আকারে, নিশ্চয় ভেট পাইব অমন পুরে,
 হাই ছাই সমস্তকু, ক্ষুধা তৃষ্ণা আয়েওকু,
 আশা ভঙ্গমা সবছু শিথিলে দূবে ।
 অবাই মণ্ডলরে বাই, নেই পারিলে পুরাই,
 তেবেসে প্রবেশ হৈব প্রভু ছানুরে ।
 পিণ্ডপ্রাণ তেজ্য করি, জন্ম মৃত্যুকু চরি,
 কাল বিকালকু নিবারিব নিষ্ঠানে ।
 ব্রহ্ম অনল দিহুড়ি, জালি কিটাও কুহুড়ি,
 অর্গলী কপাট কিটি জীব সধীরে ।
 অবদা বান্ধবে পানি; বড়াও লহুড়ি টানি,
 অরূপানন্দকু ছানু চরণ তলে ।
 চিরকাল থির রহি, ব্রহ্ম অঙ্গ তেজ বহি,
 উলট উজানি নদী সম্পূর্ণ ওরে ।
 অমাপা মাণিলে যাই, অখাদ্য পানিলে খাই,
 সাধু সঙ্গ কলে পূর্ব পাতকহার ।

অকল্পনা ব্রহ্মে ধ্যান,
 বদলীলে পিণ্ড হুয়া নবীন ধরে ।
 অদেখা দেখিলে সার,
 অজপা জপীলে পার;
 অচিনাকু চিনি ভজ অনরূপার ।
 তরিবাকু থিলে আশ,
 নির্বেদ কৰ্ম্মরে পদ,
 সদজ্ঞান মুক্তি পদ গুরু মুথরে ।
 অলেখ পুর ভবন,
 নাহি তহি বড় সান,
 সমানয়ে দয়া দৃষ্টি সৰ্ব্ব জীবরে ।
 ভনে ভীম সেন দাস;
 অথবা মণ্ডলে পদ,
 নিশূনো নগাই উঠ শূন্য শিথরে ।
 অনাদি মণ্ডলর সৰ্ব্ব সঞ্চারি
 রূপ অরূপ নাম ব্রহ্মকু ধনি ।
 মহাশূন্য পূর্ণ ব্রহ্ম করতা পুরুষ,
 রূপ রেখ বর্ণ চিহ্ন নথিলা দৃশ ।
 অবনা অনাকরো দুৰ্গম হেলা জাত,
 দুৰ্গমর জন্মিল নিৰ্গম ভেদ তত্ব ।
 নিগমর জন্মিলা, অনাম অভ্যাগত,
 অনামর জন্মিলা শুক শব্দ স্বাত ।
 শব্দর তৎকার অক্ষর হেলা জাত,
 উৎকার রারাকার জন্ম আদি শব্দত ।
 রারাকাল রাম নাম পদ উদিত,
 উজ্জালী রহিলা ঠুন শূন্যে বিহারী ।

উদ্ভূধুদ্ভূজ্যোতি জালা কেহি নথিলে,
 অরূপানন্দ ছানুকু আজ্ঞার হেলে
 ঠুন শূন্যর জন্ম হেলা দিন আকাশ;
 আকাশর জন্মিলে পবন উনঞ্চাশ ।
 উনঞ্চাশর জন্ম হেলা অগ্নি হতাশ,
 হতাশনর জলবিন্দু প্রকাশ হেলা ।
 জলর জতিরূপ বর্ণ হইলা দৃশ জতিরূপর,
 জন্ম হেলা ভূত ভবিষ্য ভবিষ্যর ।
 কল্পনা কামনা প্রবেশ,
 তাহি উত্তরি ধরতি বসুন্ধরি ।
 অহি পরে পৃথি রুহাইলক মাড়ী,
 সেঠার বঞ্চিলা দূতি বৃগল জুড়ী ।
 স্মন শান্তি মন ক্ষেমাди বিচারণ,
 শীল দয়াকু ঘেনি হইলে পাঞ্চ জন ।
 পাঞ্চ জনর জাত হেলা প্রকৃতিগণ,
 প্রকৃতির বিকৃতি উদ্যাপন ।
 বিকৃতির জন্মিল। সূহাস্ত প্রধান,
 প্রধানর জন্মিলে রোত মধ্যমান ।
 রোতর জন্ম হেলা রজগুণঃ,
 ঠুনশূন্য রস সাগরে রহিলা পুরি ।
 পরম মনজারে সর্ব সূখ পাইলা,
 গর্ভগন্তে ছড় দলে বিশ্রাম কলা ।

পীত শোণিত খেত স্নকল বর্ণ দিশী,
 কলা কুমকুম রঙ্গ ধবল আট মিশী ।
 গোর লোহিত নিজ শামল পরকাশী,
 জীব যুবতি কৰ্ম কামনা ফলে রশি ।
 পিণ্ডকু আমেরিছি কাল বিকাল নাশী,
 সে জেবে ছাড়ি দেবে এপিণ্ড জীবে ভাসী
 পরম সাক্ষীরূপে জাগ্রত দিবা নিশী ।
 বার কলারে পিণ্ড রক্ষনা করি ।
 ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডকু শত সিদ্ধুরে,
 শাখারূপে চারি বেদ জাত হইল ।
 বাম ভাহান্ন জাহ্ন ককশ্যাম স্থান্ন,
 দ্বিতীয় ভূক্ষ মূল, ভজু অথর্ক তেলু ।
 ধনুর্বেদ বাহা কহি অটই এহি তহু,
 মুখেতা শিশুবেদ, শূন্তে রহিলা জাহ্ন ।
 নিরঞ্জন লল্লাট চক্রে উদে ভান্ন,
 তহিপরে অলেখপুর নির্ণীত গুণ্য ।
 কোটিয়ে সাগর গুটিয়ে মন্থ,
 স্বৰ্গ মর্ত পাতাল ত্রিপুর ধারি ।
 তিনপুর মধ্যে গিরিধন স্থাপিত ।
 তেণু করি পাখুড়ানে না ছুটিলা ।
 পিতা বীজকু অস্থি পঙ্করা ভান্ন
 শির সাস্থুলী গ্রহী : : : কলা ।

মাতা রজঃ রকত মায়েস ঘুড়াইলা,
 ক্রম চন্দ্রকু রায়ঃ বতা ছাটনি কলা !
 দশম দ্বারে নব দ্বারকু ফিটাইলা,
 এই সংসারে সার মনুষ্য জন্ম কলা ।
 স্থিতি নদেই উৎপত্তি প্রণয় করি নেলা,
 কহে ভীম অর্থিত জ্ঞান বিস্তারি ।
 হুলভ জন্ম পিণ্ড সকলই সিদ্ধি,
 এই শরীরে জ্ঞান পারিনে সাধি ।
 অনুমান করি লয় কন্স জ্ঞানিলা,
 উলট জঙ্গম বৃক্ষ নাম কহিলা ।
 পাদ পঙ্কজে ছন্তি সে অষ্ট কুল নাগ,
 অন সাধনা যোগ বেনী তপস্তা যোগ ।
 ভিতরে পুরী অছি সপত সিদ্ধু সাপ,
 চলিলে ছুম ছুম শব্দ করে রাগ ।
 অহি রাগ বাসুকি অনৃত অধ অঙ্গ,
 শকুতা বকতারে ভেবে উঠুছি অঙ্গ ।
 বেনী পরর গর্ভে পুরি অছি অঙ্গ,
 নেই আসুছি তহি সহি সম্পাদি ।
 দুই পাথা এক ঠারে করাই মেলা,
 বেনী জানু সন্ধি ইঞ্জি পদযন্তুলা ।
 সেঠারে কামকামি ফুটি অহন্তি কড়ি,
 প্রকৃতি পবনরে দেহ অকাল ধাড়ি ।

চমক পাই অছি যে মনে ঘড় ঘড়ী,
 উৎপাত কবি দেহে অষ্টাঙ্গ শিরে জোড়ী।
 রক্ত জল বুঁছড়ি মারু অছি লহড়ি,
 তপ্ত অনল জ্বালা জলু অছি দিহড়ি।
 ক্ষণ নাগেঙ্ক ধাপ নাগ স্বরূপ জড়ি,
 জুখী বারান্ন বিছুছি এমন ভেদি।
 ভাতি কমলরে স্রঙ্গা বেদাস্ত পতি,
 হৃদয়ের জগন্নাথ বসি অহুস্তি।
 মপত দিগ্ধ বাটী যেনী চৌদপুং,
 নবদ্বাপে স্থপিলে দীর্ঘে প্রতি আসর।
 ছপন্ন কোটী জীব দেবী দেবাস্ত সুর,
 চারি রিখ ভিতরে ভিয়াই সপ্তবার।
 বার মা.স গুটিকু চক্ষণ নক্ষত্রর,
 রাত্র দিবসকু হইল এ শরীর।
 পিণ্ড প্রাণ কুণ্ঠই সঞ্চিলে ক্ষীর নীর,
 চারি রিখ ভিতরে করাই বন্দী।
 কণ্ঠ তটে সদা শিব অহুস্তি বসি,
 অষ্টাঙ্গ বোগ সমাধি নামকু ধ্যাই।
 ক্লান্ত অনল জ্বালা জলু অছি হতাশ,
 সেষ্ঠাক উপুঁজুছি অনর্থকু পুরুষ।
 বকতা বড়ী ছাড়ি অছি শবদ ঘোষ,
 কণ্ঠ শুকি জীবাকু করি অছি শিষ্য।

তুরাগী পানি কিছি পড়িল হয়ে তুব,
 তেবে সে ব্রহ্মজ্ঞানি ভাবরে করন্ত বশ্য ।
 তহি উপরে অছি ত্রিকুট সন্ধি ।
 ঠুনশূল নিরাকার প্রভু অহন্তি;
 তহি একুইশ পুর তলকু পৃথি ।
 রাম ডাহান স্বন্ধ শ্রীরাম অঙ্গনাথ,
 মুখে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র পছ ভাগে অনন্ত ।
 কুড় কুড় পড়িছি সাহাস্য গ্রন্থ গীত,
 স্বেঠারে উৎপন্ন হেউছি কবিকৃত ।
 ক্রম ক্রমারে মাগ মঃল মেদিনী জাত,
 সেঠ রে ব্রহ্মজ্ঞানী ন পাবন্তি হেদান্ত ।
 নদা পড়িছি কুঞ্চি ফুটি অছি কুলেক,
 বহি আসুহি ধীরে এ চারি নদী ।
 অমন মন্দিরকু কর গমন,
 ময়্যারে পড়ি কয়া মুহু স্তম্বন ।
 অলেখ মন্দিরকু কিটিছি বাট,
 জীব পরমরে অস্তে যাহিরে ভেট ।
 ভব সিন্ধুরে ভাসি জীবাক হেউ অছি,
 নাব আনি কৈবর্ত ভীররে খটাউছি ।
 পারি ছয় নাবরে নিজ মহিমা বাছি,
 তহিরে মুগ কোড়ি ন লাগু অছি কিছি ।
 ছরারি যোগী অছি, গনিম পারে মাছি ।

সাত কপাট প'ড় মুদা পড়িছি কুটি,
 হস্তরে ন ফিটিছি অনুভবে ফিটিছি ।
 জ্ঞানী জনক ব্রহ্ম বাক বাক দিশুছি,
 ছড় বেদ পরে বাঁ।ছি অ.সন ।

একাকরকু হৃদে নিরত জপ ফুকাবন্দ পার নৃত্য নয়ন দেখে,
 বাঁশরিনাদ শুনি যোল গোপী অজ্ঞান ।
 বেণী হস্তে ত'ড়ন অর্গহনী বন্দন শিরে খঞ্জন্তি গঁকা বিবিধ পুষ্পমান',
 ঘেনী বুগন্তি সাক্ষ মনমথ রজন ।

নৌলাগত গর্জন সুভুছি ঘনে ঘন একপে মুনিগণে ধ্যায়ন্তি অমৃক্ষণ,
 জারথিব পূর্ব অকৃতি কমাণ ।
 বজ্রাস্তি তাল মৃদঙ্গ বিনা সুনাবে গহ গহ নিত্য স্থল রাস মধ্যরে,
 ঢোল দমা ঢমক চাকুনি শান ভেরী ।

শঙ্খ সিঙ্গান ফেরি মহার বীর তুরি শিরে খেত চাতুরী,
 মুখে নাম গাউরী অঙ্গে ঘণ্টা স্বাজুরী ।

কাঁপুছি সুন্দরী সকল মুখে সুভুছি হরি হরি,
 গাঙ্গু নাদ গর্জন শোভিছে সেই পুরী ।

দেখ ছাদপ বন্দে তহি বীর্জন—

অন্তর্যামী করতা পে আপে নির্মাণ
 ভবত জনাক ধন মন জীবন ।
 বাহার ক্রম মূলে মাল মাল মেদিনী,
 বগিনা হস্তি বাক সারসা সিদ্ধ মুনি ।

বা গর্ভে পুরিছন্তি সপ্তদ্বীপা ধরণী,
 গঙ্গা যমুনা নদী বহু অর্ছি ত্রিবেণী ।
 নিত্য কন্দকু তেজি প্রকৃতিরে ত্রমণী,
 পারু জ্বেনে বাদ অনাম নাম ধুনি ।
 আশ্রে করুছন্তি সুর সিদ্ধান্ত যুনি
 জ্ঞানী মানে ন চিহ্ন মুখকু কা হিপুনি ।
 প্রাচে হেলে হেব পণ্ডিত সূজন,
 তহির মহিমা কেতে কহিবি কিশ ।
 জহি ছড় বেদ হইয়ছি পাবচ,
 রুক বেদরু বিন্দু মহি সপত্ত সিদ্ধ ।
 নাম বেদ চরিত্র শূন্যে মারুত কান্দু,
 অথর্ব বেদ দীক্ষা দশ দিশকু ছন্দু ।
 অজুর বেদ সমাযুক্ত কুহেলা অধু,
 শিশু বেদ অন্তান অনাম দীনবন্ধু ।
 ভকত জন বশ্য করুণা রূপা সিদ্ধু,
 অভয় পররু করুছি সুধা মধু ।
 খেত সূকল রূপ বন উদ্যান,
 কুজানীং বিশ ভক্ত বনকু রস ।
 সূজানী কুঅশুভব চিতে আদূশ,
 ভনে ভীম অরখিত সে বনে সাবস্বতঃ
 শুক যে অবশুত জানিছন্তি তদগত,
 কারণ গতি মুক্তি সে প্রভুহু মর্যাত ।

অতি নিগম পথ প্যামবন্ধু সামর্থ,
 দিশীব য়েবে মোর পূৰ্ব জন্ম স্মকৃত ।
 অমুসরি বহিব সাধুজন পশ্চাত্ত,
 তপস্যা করিখিলে হেব ভৃত্যক ভৃত্য ।
 তহি জ্ঞান পাইবি তেবে হেবি মুকত,
 ভাগো থিলে জিবি অলেখ ভুবন ।
 গুরু কটাক্ষ কলে জহ হৃদয়ে
 পাই পরচে ভজিলে নিরন্তরে ।
 ফিটাই করিলি বস্ত্র জ্ঞান মন্ত্রে,
 কৃত্যক দেখিলি রূপ গোপ মধ্যরে
 খেলুছি শিশু মেলে দধি সন্দ্ৰ কূলে,
 বেণু বংশী বাজিছি কদম্ব বৃক্ষ মূলে ।
 স্মরতি নিলারস স্মৃতি রাধিকা তুলে
 নৃত্য নাট হেউছি অদ্য বৃন্দাবনরে,
 বোল সহস্র গোপী পড়ি অছন্তি ভোলে,
 প্রেমভাব পিউশ নাগী রহিছি ডোলে
 অব্যক্ত অণাকার বিজয় সে ঠাবরে,
 পঞ্চ প্রকারে বাদ বিনা ছন্দরে ।
 শোভা মণ্ডাইছি সুরপতি নায়িকা
 চন্দ্রকান্তি প্রসন্ন তেজ দিশে ধাড়িকা,
 রস্তু নারী সুন্দরী মেনকা অপসরি
 অমলা বিমলারি কিন্নরি বিদ্যাধরি ।

সভা আস্তানার নৃত্য মণ্ডল করি,
 দেব সভা বিহরী শচী বল্লভকারী ।
 রত্ন পালক মণ্ডপ উপরে—

নব মুনিগণে করি মণ্ডল সভা
 সেঠারে বিজয়ে শূন্য স্বরূ দেবা,
 সেঠারে নবরূসী সত্যসার প্রকাশী ।
 জাকু জেমন্তো দিশে লিতি পুরাণ ঘসী
 অব্যক্ত কণ্ঠে পশী যোগধ্যানার বসী,
 গুরু নামকু ঘসী নামে অছন্তি বসি ।
 শাস্ত্র শ্লোক গ্রন্থ নব প্রকারে—

ব্রহ্মা বেদ পতি অষ্ট নয়ন তার
 চতুর্দশে চারি বেদ করি প্রচার,
 করিছি আত জাত বা যেতে কৰ্ম পথ
 পাপী নরকরে পড়ি ধর্মাদি স্বর্গ পথ
 তিনপুর জাতে করুণা করি নিত্য,
 বা যেতে কল শ্রুতি লল্লাটরে লিখিত ।
 তাহু রক্ষনা ধ্যান দিবা নিশীরে—
 বিশ জালারে আচত যোশূল ধর
 পড়ি অছন্তি শ্মশান ভূমি মধ্যর ।
 অনাদি অব্যক্তর ভূত প্রেত ঈশ্বর,
 জাষ্টঅ যোগ ধার দেলে সে নিরাকার ।

পাই জ্ঞান ভাণ্ডার পার্শ্বতী প্রাণেশ্বর,

যে যাহা বাঞ্ছা করি বাছি দেউ অছি বর ।

জাগি জুগান্তে হই যোগ ধ্যানরে—

কুঞ্জবনে নৃত্য নটবরনা,

দেখ ছাই ছড় বেদ পরে ভাবনা ।

ভনই ভীম ভই পরম অর্থরে কহি,

কদম্ব বৃক্ষ জেহি উলটি অছি রহি ।

গুরু চরণ ধ্যাই বারংবার ভজই,

ত্রেজিণ কোটি দেবতা স্বরণ ডেরি ছই ।

গুণে নিল বিনোদরে শূন্য মন্দিরে—

সুজন সুজন বুঝিবে গুরু নারায়ণ,

ছামুরে করিছি জনান ধউর্য্য ধরি থাও মন ।

যে যহিরে রচি অছ সাধু সুজ্ঞজন,

ধন্য ডাক দেউ অছি সাবধানে শুন হে ।

সত্য ধর্ম্মকু লছাড় লুহ ছন ছন,

দিবা নিশী গুরুপাদে লগাও ভজন হে ।

নাম ব্রহ্ম চিতে লয় কর অনুক্ষণ,

বুঝি বিচারি চিতরে হয় সম্ভাষণ হে ।

অহিমা ধর্ম্ম পরীক্ষা হেব পরমাণ,

বাহার হইবে গুরু দেবে দরশন ।

শ্রীগুরু আজ্ঞারে মুহি করিছি বক্ষ্যান,

কদাচিত্তে মিথ্যা এ মোর বচন ।

গুরু দেব বিহু আনেন জানে স্বরণ,

ভনে ভীম অরবিত পামর অজ্ঞান ।

ঘোটছি কলি যুগর শেষরে,

বুঝাউ অছি নিরন্তরে ।

পর দ্বারা চুরি মিথ্যা ন ধর মনরে,

হিংসা অহঙ্কার ছন্দ নিবার হুররে ।

কুট কশট খচকু নরক পাশরে,

কাম ক্রোধকু নিবারি থাউ মনরে ।

শান্তশীল দয়া কমা বহ হৃদয়রে,

গুরু ধর্ম আশ্রে করি নিকাম পথরে ।

বুদ্ধ অবতার গুরু বুলি এ সংসারে,

সত্যধর্ম দেই জাই ছপ্তি ঘরে ঘরে ।

যার পূর্ব ভাগ্য খিব নর দেহরে,

কোটি জন্ম পাপ জীব চাহিবা মাত্ররে ।

শয়ন করি অছন্তি অবশ মন্দিরে,

ভনে ভীম অরবিত শ্রীগুরু পয়রে ।

কঙ্কী হইবে রাধব হে দেখিব দেখিবে নিশ্চৈ করিবে সত্যযুগ

এ কলি যুগ থয়ে জীব ।

বেনী পরর সঙ্গত পাতাল পুরিব,

মত্তরে উদর শির আকাশে লাগিবে ।

কটী জন্ম দাড়ি ভিড়ি চাল পৃষ্ঠ ভাগ,

স্বতন্ত্র হস্তরে থণ্ডা কর পৃষ্ঠে খিব ।

কালান্তক রূপ অদ্ভুতে প্রকাশিব,
 ভৈরবি বিকটাল মুরতি দিশিব ।
 নব খণ্ড মেদিনীরে উদ্ধাপাত হেব,
 রক্ত দেখিব জেবে মনকু আসিব ।
 এবে আসি ষোটিলানি অনকুল শুভ,
 চারি টাকি খাউ ছপনা কোটি জীব ।
 তিন ব্রহ্মাণ্ডে মহা ভয় উপুজিব,
 ভনে ভীম অরখিত থয়েন রহিব ।
 খটিবে দশ দিক পাণ সঙ্গতে দেবা দেবি বল,
 অনেক থিবে ক্ষত্রি কুল ।
 রথি মহারথী তঁহি থিবে মহামল্ল,
 উঞ্চ সিংহ রডি দেবে স্তম্ভিব ।
 রক্ত বর্ণ দিশি থিবে এ মহি মণ্ডল;
 রক্তের নদী বহি জিবে খল খল ।
 সহকু পালিবে সংহারিবে দুষ্ট কুল,
 জয় শঙ্খ দেবে বীর ক্ষত্রি অচাৰ্গল ।
 সত্য প্রকাশী থিবে মন হইবে নিৰ্মল,
 সৰ্ব্ব মুখে ত্রাহি ত্রাহি শুভিগ চহল ।
 স্ব অগ্ন তেজেরে ফিট জীব মোহ জাল,
 শূন্যে পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড দিশিব উজ্জল ।
 আদ্য রূপ প্রকাশিবে সে অনাদি মূল,
 ভনে ভীম অরখিত দেখে ভক্ত ফল ।

সূত্রে ভজ স্বামী চরণ,
 অত্র অশ্রে কলে নাহি কারণ ।
 প্রভু নাম গোষ্ঠী সংসার বিশ্ব্যাত,
 ভজ আহো সূক্ত জন ।
 স্বদেহ ধরিন মর্ত আশিহন্তি,
 চিনিলে সে পরম এক ।
 আপে নিশ্চয় ভজরে মন,
 ভজিলে পাইবু বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
 পিতল পাষণ্ড পুজিছুরে মন,
 সে কি দেবে তোতে জ্ঞান ।
 আপ ভোগ নেই,
 তার মুখে দেই ।
 নখাই পাবান খাও আপন বিচার মন,
 লুহে এ জ্ঞান, তাহাকু পুজিবা কেউ কারণ ।
 চিত্রকার রূপে রহিছন্তি গোপ্যে,
 গড়ুছন্তি কায়্য মান পানিঠুপা ।
 কারুকায়া গড়ুছন্তি,
 কেতে রজ বেতি চিহ্ন বিহীন ।
 করি তুলন কায়্য গড়িল,
 তহি ছাড়ি দেলে জীব পরম ।
 গুরুপদ ধ্যান করে যেউ জন;
 কহিবা তাহাকু গুণ ।

মনে করি তবু স্বাইলে তা পুত্র,
 প্রভুস্ক বচনে দেলে ভোজন ।
 কর্ণ রাজন নিঃশব্দ মন,
 প্রভু জীব দেলে বৃশ কেশন ।
 সে গুরু তেজিন অস্ত্র গুরু ভজি,
 লভিব কেউ কারণ ।
 নায়াবে পড়িছু ধউন্দা হেউ অছি,
 অদশ্য ভূঞ্জিব অর্জ্জুনা কশ্ম ।
 নেবাটি ভয় জানি থা মন,
 অনহেলা কলে গুরু বাম ।
 গুরু নাম শুনি বান্দি রাখ পানি,
 পুরি বহু নিজ স্থান ।
 কহই নারায়ণ অরপিত জীবন,
 নিত্যে দেখু থাই প্রভু চরণ ।
 পাপী লোচন হিওল মোচন,
 ভকত জনকু প্রভু না পান ।

পরিশিষ্ট ।

কলিযুগে চতুরাশ্রম প্রচলিত নাই কেবল মাত্র দুইটি আশ্রম
কলিযুগের জন্ম ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার প্রমাণ মহা নির্বাণ
তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত —

কৃতাদৌ কলিকালেতু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকৃতিত ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সামান্য এবচ ॥

কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য এই পাঁচ
প্রকার বর্ণ কীর্তিত হইয়া থাকে ।

এতেষাং সৰ্ব্ব বর্ণানাং মাত্সর্মো দ্বৌ মহেশ্বরী ।

তেষামাচার ধৰ্ম্মাংশ্চ শূন্য বাদ্যে বদামিতে ॥

হে মহেশ্বরী এই সমুদায় বর্ণাশ্রম দিগের দুই প্রকার আশ্রম
আছে সেই সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম আচারাদির বিষয় বলিতেছি
শ্রবণ কর ।

পূৰ্ব্বোব কথিতং তাবৎ কলি সম্ভব চেষ্টিতম ।

তপস্তাধ্যায় হীনানাং ব্রণাম প্লায়ুষামপী ॥

হে দেবী ? কলির জীবগণের অবস্থায় বিষয় আমি পূৰ্বেই
কহিয়াছি তাহারা তপস্তা বেদ জ্ঞান বিহীন বিশেষ তাহারা

দুর্বার ৩৭ প্রযুক্ত কৰ্মদায়ক কার্যে অক্ষম অন্নায়ু হইবে স্ততরাং তাহাদের দৈহিক শ্রমের সম্ভাবনা কোথায়।

ব্রহ্ম চর্য্যাশ্রমো নাস্তি বাণা প্রস্থোহপি ন প্রিয়ে ।

গার্হস্থ্যো ভিক্ষু কোশৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলিযুগে ॥

কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য বাণপ্রস্থ ধর্ম্মের ব্যবহার প্রচলিত নাই এই যুগে কেবল মাত্র গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের ব্যবহার অবধারিত হইয়াছে ।

ভৈক্ষুকেহপ্যাশ্রম দেবী বেদোক্ত দণ্ড ধারণাম্ ।

কোলৌ নাস্তব তত্ত্বজ্ঞে যৎস্তৎ শ্রোত সংস্কৃতি ॥

হে ভদ্রে কলিযুগে ভৈক্ষুকাশ্রমে বেদোক্ত দণ্ড ধারণের ব্যবস্থা নাই কারণ উহা বৈদিক সংস্কার ।

বিপ্রাণাদিত রেবাক্ষ বর্ণানাং প্রবলে কোলৌ ।

উভয়াশ্রমে দেবেসী সর্ব্বেসামধি কচরিতা ॥

হে দেবেশী কলি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই এই উভয় আশ্রমে অধিকারী হইয়া থাকে ।

পূজা বলি নিষেধ

পদ্ম পুরাণে পাদ্যোক্তর খণ্ডে ১০৪।১০৫ অধ্যায়ে ভগবতী
মহাদেবকে বলিতেছেন ।

মদর্থে শিব কুর্বন্তি তামসা জীব ঘাতনাং ।

আকল্প কোটি নিরায়ে তেষাং বাসো ন সংশয় ॥

হে মঙ্গলময় যে সকল মানব তম বসে আমার উদ্দেশ্যে জীব
ঘাত করিয়া থাকে তাহারা আকল্প কোটি নরকে বাস করে,
তদ্বিশয়ে সংশয় নাই ।

মমোদ্দেশে পশুন হত্যা সরক্তং পাত্রমুৎ সৃজেৎ ।

যো মৃঢ়ঃ শতু পূজোদে বসেদ যদি ন সংশয় ॥

যে মূর্খ আমার উদ্দেশে পশু হনন্ করিয়া সরক্ত পাত্র
উৎসর্গ করে সে পুণ্যময় নিকৃষ্ট নরকে তাহাকে বাস করিতে হয়,
তাহার সংশয় নাই ।

উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্তা ধর্তা চ বিক্রয়ী ।

উৎসর্গ কর্তা জীবানাং সর্বেষাং নরকং ভবেৎ ॥

পশুর বধ কার্যে উপদেশ দাতা, হননকারী, গৃহকর্তা,
ধারণকারী, বিক্রেতা, উৎসর্গ কর্তা ইহাদের সকলেরই নরক বাস
, হইয়া থাকে ।

যুগে বদ্ধা পশুন হহা যঃ কুর্যাদ্রক্ত কর্দমঃ ।

তেনচেৎ প্রাপ্যতে স্বৰ্গ নরকং কেন গম্যতে ॥

যুগ কাষ্ঠে বদ্ধ পশুকে হনন করিয়া যে ব্যক্তি রক্তে কর্দমাকার করে সে যদি স্বৰ্গ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে নরকে কে বাইবে ।

মধ্যস্থস্থ বধায়াপি প্রাণীনাং ক্রয় বিক্রয়ে ।

তথা দ্রষ্টুশ্চ স্ত্রীনাং কুস্তীপাকো ভবেৎ ক্রবম ॥

প্রাণীগণের বধের নিমিত্তে ক্রয় বিক্রয়ের যে মধ্যস্থ ও বধ্যভূমে যে দর্শক অর্থাৎ বণিদান ক্রিয়া যে চক্ষে দর্শন করে তাহাদের নিশ্চয় কুস্তীপাক নরক হয় ।

দেব যন্তে পিতৃ শ্রাদ্ধে তথা মাদ্রল্য কর্শ্বনি ।

তসৈ্যব নরকে বাস যঃ কুর্য্যাৎ জীব ঘাতনং ॥

দেব যন্তে পিতৃ শ্রাদ্ধে কিম্বা নানা প্রকার মাদ্রল্য কর্শ্ব যে কোন লোকেই জীব হত্যা করে তাহারই নরকে বাস হয় ।

নদ ব্যাজেন পশুন হহা যোভক্ষেন্ংসহ বক্রভি ।।

তদগাত্র লোম সংখ্যাদৈরসী পত্রবনে বনেৎ ॥

আমার নামে বা আমার ব্যপদেশে যে ব্যক্তি পশু হনন করিয়া বহুগণের সহিত ভোজন করে তাহার গাত্র লোম সংখ্যা বহু ভত বংসর সে ব্যক্তিকে অসি পত্রবনে বাস করিতে হয় ।

বজ্র মারভ্য চেৎ শত্রুঃ কুর্য্যাদৈ পশু ঘাতনং ।

শতদাধোগতিং সচ্ছেদি তরেষাঙ্ক কা কথা ॥

স্বরপতি ইন্দ্র ও যদি বজ্র উদ্যোগ করিয়া পশু হনন করেন
তাঁহা হইলে তাঁহারও অধোগতি হন, অপরের কথা আর
কি বলিব ।

যোগ বাশিষ্ট রামায়ণের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

ন দেব পুণ্ডরীকাক্ষং নচ দেব ত্রিলোচনং,

ন দেবা কমলোদ্ভুতং ন দেব ত্রিদশেশ্বরং ।

ন দেব পবনা অর্কোঃ নানন্ত চলি শাকরং ॥

ন দেব কমলারূপি নাতি দেব ভাবার্ণতো ।

অকৃতিমং মন্যদগুং দেব ন দেব উচ্যাত ॥

অবধূত ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাস ও গৃহীর পক্ষে ছয় স্বল্প
আহারাদি নিবেদন আছে, তাহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ।

রাজা, ব্রাহ্মণ, ভাণ্ডারি,

মালী, ধোপা বেশ্যারি, ।

রাজানং হরতে তেজ শূদ্রানং ব্রহ্ম বর্চসম ।

মন্ত্র ২১৮ শ্লোক চতুর্থ অধ্যায় ।

অর্থাৎ রাজার অন্ন তেজ এবং শূদ্রান ব্রহ্মান নষ্ট করে ।

দুতরাং রাজা ও শূদ্রের অন্ন অভোজ্য ।

অধিত্য চতুরবেদান সৰ্ব্ব শাস্ত্রার্থ বিৎ ।

নরেন্দ্র ভবোনে ভুক্তাং বিষ্ঠাং জায়তে কৃমিঃ ।

মহু ৩০০

চতুর্বেদাধ্যায়ী সৰ্ব্ব শাস্ত্রার্থ মৰ্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) রাজার
ভবনে ভোজন করিলে, বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ।

কারুকামং প্রজাং হস্তি বণং নির্ণেজকশ্যচ ।

গনান্ন গনিকান্নঞ্চ লোকেভ্য পরিকৃণুরি ॥

মহু ২১৯

শিল্পকার বা মালাকার অন্ন, সস্তান নষ্ট হয় ও ধোপার অন্ন
ভোজনে বল হানি করে, জন সমূহের মিলিত (হোটেলাদির)
অন্ন এবং বেশ্যার অন্ন ভোজন করিলে কৰ্ম্মাস্তবিত স্বৰ্গাদি লোক
হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় । নাপিতের অন্ন ধোপার ন্যায় পরিত্যাগ
করিতে হইবে ! গুরুর আঞ্জা কেহ কেহ মনে ভাবেন যে নব-
শাকগণ শূদ্র তাহা নহে নবশাকগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এহার প্রমাণ
বহুতর রহিয়াছে তাহা বিস্তারিত করিবার আবশ্যক নাই ।

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্য কৰ্ম্ম স্বভাব জন্ম ।

কৃষি ও বাণিজ্যং এবং গোরক্ষা বৈশ্য স্বভি ॥

ক্ষত্রিয়রাপি বৈশ্যেকে ক্রিয়াকর্ত্তো শূচী ব্রতৌ ।

তদগৃহেষু দ্বিজৈ ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যস ॥

পরশর সংহিতা ।

শূচি বস্ত্র ক্ষেত্রি ও বৈশ্যের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন ।

শূদ্র কাহাকে বলে দেখুন ।

সৰ্ব্ব ভঙ্করতি নিত্যং সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম করোহ শূচি ।

ভক্ত্য বেদ স্তুমাচার সৰ্বৈ শূদ্রহতি স্মৃতঃ ॥

যিনি অপবিত্র অশূচি খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, সৰ্ব্ব ভঙ্কক বৃত্তির স্থিরতা নাই। বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আচার লষ্ট হইয়াছে তাহাকে শূদ্র বলা যায় ।

পরিচর্য্যাত্মকং কৰ্ম্ম শূদ্র স্যাপী স্বভাজম । গাতা ।

শূদ্র তমগুণ প্রমাণ, অলস, নিরুৎসাহ এবং জ্ঞানহীন স্তূতরাং দাসত্বই যাহার স্বাভাবিক কৰ্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । ব্রাহ্মণ ঘরে সন্ন্যাসীগণের আহার নিষিদ্ধ তাহার কারণ এই—

ব্রহ্ম বৈবৰ্ত্ত পুরাণে এক জাতির শূদ্রের অতিরিক্ত জাতি শূদ্র যাজী ব্রাহ্মণগণ, গ্রাম্যযাজীগণ, মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন যথা ।

ত্রঃ বৈঃ পুরাণ ২০২

শূদ্রাতিরিক্ত যাজী যে গ্রাম যাজী য কীর্তিতঃ ।

মহু সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বহু জাতির যাজককে শূদ্র জাতির যাজককে অপাৎকেন্ন অর্থাৎ পতিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যথা—

হিংশ্রো বৃষল বৃত্তিশ্চ গনগাঈকৈব যাজকা । ১৬৪

যে হিংসাবৃত্তি করে শূদ্র মেবাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে ও নানা জাতি দিগের যাজক যথা—

তৃতীয় বহু যাজ্যঃ স্রাৎ চতুর্থ গ্রাম যাজকা ।

গ্রামস্থ নানা বর্ণানাং পুরোহিতঃ সত্ব চতুর্থ ব্রাহ্মণ ।

সাতাতপ শব্দকল্পদ্রুম ।

অসি জীবি মসি জোবি দেবল গ্রাম যাজকা ।

পাচক ধীবক শৈব যড়েতে শূদ্রবৎ দ্বিজ ॥

গ্রাম যাজী দেব পূজাদি, দূত, চাকর, আদি চাকরি করা রাধুনি আদি ব্রাহ্মণ পতিত ।

অবধূত সন্ন্যাস এক গ্রামে এক রাত্রির বেশী বাস করিবার নিষেধ বাহা গুরুর আদেশ তাহার প্রমাণ—

মন্ত্র ৩ অধ্যায় ১০২ শ্লোক ।

এক রাত্রস্ত নিবসনতিথি ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ।

অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাতিথি রুচ্যতে ॥

এক রাত্রি মাত্র পর গৃহে বাস করেন বলিয়া ব্রাহ্মণকে অতিথি বলে (অনিত্যস্থিতি) এই বুৎপত্তিতে অতিথি নাম কথিত হইয়া থাকে ।

গৃহী ব্যক্তির আতির্থ লোভে গ্রামান্তরে পরগৃহে ভোজনাদি
করিবার নিয়ম নাই।

উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকম বুদ্ধয়।

তে লাভ প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদি দায়িনাম্ ॥

১০৪ ঐ মনু।

পরান্ন ভোজনের দোষ না জানিয়া যে গৃহস্থ আতির্থ
লোভে গ্রামান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, সেই পাপে জন্মান্তরে
সে অন্ন দাতার পশু হইয়া থাকে।

সমাপ্ত



